ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-61 ■ 6 December, 2024 ■ আগরতলা ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদে ফড়নবিশ উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শিন্ডে ও পাওয়ারের শপথ

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার। মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানের অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে শপথবাক্য পাঠ করান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন। যদিও মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যদের শপথ হয়নি এদিন।

গত ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বিজেপি, এনসিপি এবং শিন্ডের শিবসেনার জোট মহাযুতি ২০০-র বেশি আসন পায়। ফলাফলের পর প্রায় ২ সপ্তাহ মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে জল্পনা জারি ছিল। বিজেপি ও একনাথ শিন্ডের শিবসেনার মধ্যে দড়ি টানাটানি চলে। গত আড়াই বছর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শিন্ডে। দুই উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ফড়ণবীস ও অজিত পাওয়ার। এবার ফড়ণবীসকে মুখ্যমন্ত্রী করতে তোড়জোড় শুরু করে বিজেপি। শেষপর্যন্ত উপমুখ্যমন্ত্রী হতে রাজি হন শিন্ডে।

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা এবং নিতিন গড়কড়ি শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ এনডিএ শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দুই রণবীরকে দেখা গেল একফ্রেমে। একে-অপরকে জড়িয়ে কুশল বিনিময় করলেন। মুকেশ আম্বানির সঙ্গে একফ্রেমে ধরা দিলেন কখনও শচিন তেন্ডুলকর, আবার কখনও বা সলমন খান। শাহরুখ-সলমনকে আলিঙ্গন করতেও দেখা গেল। স্বামী সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের সঙ্গে এলেন বিদ্যা বালন। প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে দেখা গেল জাহ্নবী কাপুরকে। এছাড়াও ভিকি কৌশল, সঞ্জয় দত্ত, খুশি কাপুর, অর্জুন কাপুররা উপস্থিত হয়েছিলেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

মুম্বাইয়ে নতুন ত্রিপুরা ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বাই সফরকালে বৃহস্পতিবার নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য নবি মুম্বাইয়ের খরঘর সেক্টর-১৬ এলাকায় প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মহারাষ্ট্রের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গতকাল মুম্বাই গিয়েছিলেন ডাঃ সাহা। এরপর আজ প্রস্তাবিত জায়গা ঘুরে দেখেন তিনি। এর পাশাপাশি ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

এবিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, মুম্বাইয়ে প্রায়সময়ে ত্রিপুরা থেকে চিকিৎসার জন্য এবং অন্যান্য কাজে লোকজন আসেন। তাই অনেকদিন ধরে মুম্বাইয়ে একটি ত্রিপুরা ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। মূলত, রোগী সহ অন্যান্য কাজে আসা মানুষের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুম্বাইয়ে আমাদের কোনো ত্রিপুরা ভবন নেই। সেজন্য এখানে একটি ত্রিপুরা ভবন স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরমধ্যে মহারাষ্ট্রের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি মুম্বাইয়ে এসেছি এবং এই সুযোগে ত্রিপুরা ভবনের প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করতে এসেছি। এই জায়গাটি টাটা ক্যান্সার হাসপাতালের খুব কাছে রয়েছে এবং দুটি রাস্তা ব্যবহার করে যাওয়া যায়। এছাড়া সিকিম এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই এলাকায় ভবন স্থাপন করার উদ্যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাস ও লরির সংঘর্ষ, স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। আজ সকালে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও রাবার বোঝাই লরির সংঘর্ষ ঘটে। তাতে লরি চালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠেছিল। ওই সময় রাবার বোঝাই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাসটিকে। সাথে সাথে লরি চালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছে। ওই দূর্ঘটনায় জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

মোদীর ‘ভারত প্রথম নীতি ও মেক ইন ইন্ডিয়া’র প্রশংসায় পুতিন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ।। রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোয় আয়োজিত পঞ্চদশ ভিটিবি ”রাশিয়া কলিং” শীর্ষক এক বিনিয়োগ মঞ্চের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘ভারত প্রথম’ নীতি এবং ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি পুতিন উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিবেশ গড়ে তুলতে ভারতের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, এই নীতিগুলি ভারতের উন্নয়নে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রুশ রাষ্ট্রপতি গুরুত্বের সাথে এও বলেন যে, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ পদক্ষেপ ভারতে তৈরি পণ্য সামগ্রীর প্রচার ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রগতি করে চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী পুতিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য সুস্থায়ী পরিবেশ তৈরি করতে ভারত সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। রুশ রাষ্ট্রপতি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচিতে ভারত বিশেষ নজর দিয়ে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধোতিয়ে চলেছে, সেদিকেও আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রপতি পুতিন ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য রাশিয়ার অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। ভারতে বিনিয়োগ রাশিয়ার পক্ষে লাভজনক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জাতীয় স্বার্থে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত সরকার যেভাবে কাজ করছে, সেই দিকটিও উল্লেখ করেন রুশ রাষ্ট্রপতি।

তিনি বলেন, ভারতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ‘ভারত প্রথম’ নীতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সম্প্রতি রুশ সংস্থা রোশ নেফট ভারতে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রপতি পুতিন ব্রিকস্ - এর অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার আমদানী হ্রাস করার কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি ব্রিকস্ - এর অংশীদার দেশগুলিকে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে অস্থিরতা, আর্ন্তজাতিক বাস পরিষেবায় জোর ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে সে দেশের সাথে ভারতের সম্পর্কে উষ্ণতা বেড়েছে। ফলে, ত্রিপুরা থেকে দুই দেশের মধ্যবর্তী বাস পরিষেবায় কিছুটা ভাটা পড়েছে।

আগামী শনিবারের জন্য আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসের শ্যামলী পরিবহনের বাসটিতে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৭ জনের বুকিং হয়েছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন শ্যামলী পরিবহনের কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, আগরতলা থেকে বাংলাদেশ হয়ে কলকাতাগামী শ্যামলী পরিবহনের বাস বুধবার ও শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহে দুই দিন যাতায়াত করে। গত সপ্তাহ থেকে যাত্রীদের সংখ্যা অনেকটা কম ছিল বলে জানান শ্যামলী পরিবহনের ম্যানেজার বিকাশ চক্রবর্তী ন তিনি বলেন, বুধবারের তুলনায় শনিবারের যাত্রী সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে।

আগামী শনিবার শ্যামলী পরিবহনের বাস আগরতলা থেকে বাংলাদেশ হয়ে কলকাতা যাবে। কিন্তু বাসটিতে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৭ জন বুকিং করেছেন। তবে ম্যানেজার বিকাশ চক্রবর্তী যাত্রার পূর্বে বাসটিতে যাত্রী সংখ্যা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

কৃষক স্বয়ম্ভর হলে রাজ্যও স্বয়ম্ভর হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। কৃষক স্বয়ম্ভর হলে রাজ্য স্বয়ম্ভর হবে। রাজ্য স্বয়ম্ভর হলে আমাদের দেশ সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাবে। কৃষকদের আত্মনির্ভর করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। আজ ধলাই জেলার দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের বামনছড়ায় ১ হাজার মেট্রিকটন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান সংরক্ষণ গোদামের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গরীব অংশের মানুষ, কৃষক ও গ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া। কৃষি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাতে কৃষকগণ অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারছেন ও আত্মনির্ভর হচ্ছেন। কৃষি কাজে আগ্রহও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বামনছড়ায় ১ হাজার মেট্রিকটন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান সংরক্ষণ গোদাম নির্মানে ব্যয় হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮২ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। গজারিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন প্রায় ৮২০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। জানা গিয়েছে, আজ সকালে গজারিয়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি সঞ্জিত সেনের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। গাঁজা কারবারীরা সরকারি জায়গা দখল করে গাঁজা বাগান তৈরি করেন।

জানা যায়, প্রত্যেক বছর এই শীতের মৌসুমে গাঁজা কারবারীরা গভীর থেকে গভীর জঙ্গলে সরকারি ভূমি দখল করে এই গাঁজা বাগান গুলি তৈরি করেন। ওই অভিযানে প্রায় ৮২০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক চোর। পরবর্তী সময়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় সোনামুড়া মধুবন এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া থানাধীন মধুবন মূল সড়কের সঙ্গে শ্যামল ভদ্রের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। ওই সময় পাশের বাড়ির এক মহিলা চোরকে দেখে চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে।,এদিকে চুর হানিফ মিয়া নিজেকে বাঁচার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। অবশেষে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছে ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতি। আজ তিন দফাতে বাংলাদেশ সরকারি হাইকমিশনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন সমিতির সদস্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমিতির এক সদস্য বলেন, বাংলাদেশে বিগত কয়েক মাস যাবৎ পরিস্থিতি অস্থির হয়েছে। সেখানে সনাতনী হিন্দু সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর নির্যাতন হচ্ছে। তাদের বাড়িঘরে হামালা এবং সম্পত্তি নষ্ট করছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের কিছু ঘটনা অত্যন্ত অমানবিক এবং নিন্দনীয়।

তিনি আরও বলেন, একই ভাবে বাংলাদেশের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেইটে ভারতীয় জাতীয় পতাকাকে পদদলিত করার একাধিক ভিডিও সামাজিক মাধ্যামে ভাইরাল হয়েছে। ভারতীয় হিসাবে আমাদের জাতীয় পতাকাকে এইভাবে অবমাননা করার ভিডিও আমাদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক এবং বিবেকের ধ্বংস। আমাদের জাতীয় পতাকার অবমাননা মেনে নিতে পারবো না। তাই এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে গাউছিয়া সমিতি।

তাঁরা দাবি জানানো, ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার অবমাননা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার ভিডিওর স্পষ্টিকরণ দেওয়া, অবিলম্বে বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দু সহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গুরুদের অবমাননা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি রক্ষা করা হোক।

নেশা বিরোধী অভিযানে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। আজ সকালে সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় একটি অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে আমতলী থানার পুলিশ। সাথে বহি:রাজ্যের মহিলা সহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান ওসি হিমাদ্রি সরকার।

এদিন ওসি হিমাদ্রি সরকার বলেন, আজ সকালে সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় সন্দেহভাজন একটি অটোকে আটক করে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথায় অসংগতি লক্ষ্য করে পুলিশ। তারপর পুলিশ অটোতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে অটোতে থাকা রূপা দেবী নামে বিহারের এক মহিলার শরীর থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। সাথে অটো চালক অনিপ সূত্রধরকেও পুলিশ আটক করেছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই মহিলা স্বীকার করেছেন নেশা সামগ্রী পাচার কাজে অটো চালকও জড়িত রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

পাচারকালে ১.৭১ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তে পাচারকালে ১.৭১ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ জওয়ানরা। এই অভিযানে পাচারকারীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। বিএসএফ সদর দপ্তর থেকে এক প্রেস বিবৃতি মূলে এই খবর জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ৪ ডিসেম্বর রাত প্রায় ৮:৪৫ নাগাদ এনসি নগর বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় ৮১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উৎপেতে বসেছিল। তখনই সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন হাসপাতালের সুপার

স্নায়ুরোগ চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে জিবি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। জিবিপি হাসপাতালে সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। এতে বহিরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে। আজ জিবিপি হাসপাতালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী একথা বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি উল্লেখযোগ্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের আস্থা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নিউরোলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ বলেন গত দেড় বছরে নিউরোলজি বহির্বিভাগ চালু হবার পর ১০ শয্যা বিশিষ্ট পুরুষদের অন্তর্বিভাগ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট মহিলাদের অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু রোগ সম্পর্কিত পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। যেমন- নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি টেস্ট, ইএমজি টেস্ট, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস রোগের সনাক্তকরণের লক্ষ্যে রিপিটিভ নার্ভ স্টিমুলেশন (আর এন এস টি) টেস্ট, অপটিক্যাল নার্ভের জন্য ভিসুয়াল ইভোকড পোটেনশিয়াল (ভিইপি) টেস্ট, এস এ এইচ সনাক্ত হলে ব্রেইনের ডিজিট্যাল সাবট্র্যাকসন এনজিওগ্রাফি অর্থাৎ ডিএসএ টেস্ট ইত্যাদি করা হচ্ছে। স্নায়ু রোগে চিকিৎসায় গত গত ৩১ মে ২০২৩ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ টা কয়েলিং, প্রায় ৩০০ টি ডিএসএ টেস্ট, ২০টি ব্রেনের স্ট্যান্টিং আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব অপরিসীম অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের দৈনন্দিন জীবন অসম্ভব। বিজ্ঞান জীবনের সঙ্গে জড়িত। আজ উদয়পুরের চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২দিনব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। জেলাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী উপলক্ষেও বিজ্ঞান বিষয়ক এক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের বগিতে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার পেঁচিয়ে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। আজ সকালে সাব্রুমগামী ডেমুতে বিদ্যুত পরিবাহী তার পেঁচিয়ে যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ওই পরিবাহী তারে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় ভয়াবহ বিপদ থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে সাব্রুমগামী ডেমু ট্রেন আগরতলা স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে মধুবন এলাকায় যাওর পর একটি বিদ্যুত পরিবাহী তার ট্রেনের বগির সাথে পেঁচিয়ে যায়। তারটি কিভাবে ট্রেনে এসে পেঁচিয়ে গেছে তা সঠিকভাবে বলতে পারছেন না কেউই। ট্রেনের কামরায় থাকা লোকজন এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়নি। এদিকে, ওই পরিবাহী তারে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না বলেও জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ট্রেনের কামরায় এভাবে বিদ্যুত পরিবাহী তার জড়িয়ে পড়ায় অনেক বড় বিপদ ঘটার সম্ভাবনা ছিল। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে যাত্রীরা। জানা গেছে, রেলের বৈদ্যুতিকরণে ওই পরিবাহী তার লাগানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং
২০ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মহাকাশে পাড়ি দিল ‘প্রোবা ৩

পালকে যুক্ত হইল আরো একটি গর্বের মুকুট। ভারতীয় গবেষণা চর্চা কেন্দ্র একের পর এক সাফল্যের পথ দেখিতেছে। তাহাতে গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের সুনাম আরো প্রস্ফুটিত হইতেছে। ইহা অতীব গরমের বিষয়। ভারতীয় মহাকাশ চর্চা কেন্দ্র, ‘ইসরো’র রকেটে চড়িয়া মহাকাশে পাড়ি দিল ‘ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি’র ‘প্রোবা-৩’ স্যাটেলাইট। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার মহাকাশ বন্দর থেকে, নির্বিঘ্নে প্রোবা-৩ স্যাটেলাইট নিয়া মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দিল ইসরোর ‘পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল’ বা ‘পিএসএলভি’ রকেট। ফলে অন্যান্য মহাকাশ সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে আরও এক কদম এগিয়ে গেল ইসরো।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ইসরো বলিয়াছে, ‘সফল লিফ অফ! মহাকাশে পাড়ি দিল পিএসএলভি-সি৫৯। ইসরো-র প্রযুক্তিগত দক্ষতায় ইএসএ-র যুগান্তকারী প্রোবা-২ স্যাটেলাইটকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপনের মধ্য দিয়া এক আন্তর্জাতিক অভিযানের সূচনা হইল। এটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ভারতের মহাকাশ সাফল্যের সমন্বয় উদযাপনের এক গর্বের মুহূর্ত!আরও এক পোস্টে ইসরো বলিয়াছে, ‘সাফল্য উদযাপন করিতেছি! এনএসআইএল, ইসরো এবং ইএসএ দলের যৌথ অবদানে পিএসএলভি-সি৫৯/প্রোবা-৩ অভিযান

হইতেছে। এই কৃতিত্ব বিশ্বব্যাপী মহাকাশ চর্চায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলিয়া ধরে। একসঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহযোগিতায় সেতু নির্মাণের কাজ চালাইয়া যাইতেছি ! দীর্ঘদিন ধরিয়াই নিজেদের তৈরি ‘আরিয়ানে’ সিরিজের রকেটগুলির উপর ভরসা করিত ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি। তবে, ‘আরিয়ানে ৫’ রকেটকে বসাইয়া দিতে হইয়াছে, আর ‘আরিয়ানে ৬’ রকেট তৈরির কাজ এখনও চলিতেছে। তাই এই মুহূর্তে তাহাদের হাতে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর মতো, কোনও রকেট নাই। তাহারা চাইলে ইলন মাস্কের ‘স্পেসএক্স’ সংস্থার তৈরি ‘ফ্যালকন ৯’ রকেটকে বাছিয়া নিতে পারিত। সস্তায় বড় মাপের পেলোড পাঠানোর সুবিধা দেয় ফ্যালকন ৯। তবে, প্রোবা-৩-এর ওজন মাত্র ৫৫০ কেজি। এই ওজনের একটি স্যাটেলাইট, মহাকাশে পাঠানোর জন্য ফ্যালকন ৯ তেমন উপযোগী নয়।অন্যদিকে, এই ধরনের মাঝারি ওজনের পেলোড মহাকাশে পাঠানোর জন্যই নকশা করা হইয়াছে ইসরোর পিএসএলভি রকেট। এতে ইএসএ-র সাশ্রয়ও

হইতেছে অনেক। তবে শুধু সাশ্রয়ী বলিয়াই নয়, ইসরোর ট্র্যাক রেকর্ডও ইএসএ-কে স্পেসএক্সের বদলে ইসরোকে বাছিয়া নেওয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই দিনের আগে, ইসরোর পিএসএলভি রকেট ৬০ বার মহাকাশে পাড়ি দিয়াছে। এর মধ্যে, ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাইয়াছে ইসরো। হালকা ওজনের স্যাটেলাইট মহাকাশে স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে ভরসার অন্যতম নাম ইসরো।

এ ছাড়া ইসরোর সঙ্গে ইএসএ-র দোস্তিও কম দিনের নয়। ভারতের গগনযান অভিযানের মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করিয়া, চন্দ্র অভিযানে সহায়তা, ইসরোর অরবাইটাল ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য সফটওয়্যার সহায়তা - বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই দুই মহাকাশ সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই মাস্কের স্পেসএক্স নয়, ইএসএ বাছিয়া নিয়াছে ইসরোকেই।

ফাঁসিদেওয়ায় লরির ধাক্কায় চিতার মৃত্যু, তদন্তে বন দফতর

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল চিতাবাঘের। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কমলা চা বাগান এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত্যু হওয়া চিতাবাঘটি পূর্ণবয়স্ক বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রাই প্রথম চিতাটিকে জাতীয় সড়কের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়েই ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এবং বন দফতরের কার্সিয়াং বনবিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, লরির ধাক্কায় চিতার মৃত্যু হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর।

আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, গরহাজির তৃণমূল ও সপা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি ঘুষ-কাণ্ডে বৃহস্পতিবারও বিরোধীদের বিক্ষোভ অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ ভবন চত্বরে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। একইরকম জ্যাকেট পড়ে ঐক্যের বার্তা দেন বিরোধীরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন।

এদিকে, সংসদ চত্বরে বিরোধীদের বিক্ষোভে বৃহস্পতিবারও দেখা গেল না তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির কাউকে। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রামগোপাল যাদব বলেছেন, ’প্রতিবাদে আমরাও আছি। আমরা একসঙ্গে আছি।’

জমজমাট ঠান্ডা দিল্লিতে, দূষণ থেকেও কিছুটা স্বস্তি পেল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বর মাস পড়তেই জমজমাট ঠান্ডা রাজধানী দিল্লিতে, দূষণ থেকেও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে, তাপমাত্রার পারদ নেমেছে বেশ কিছুটা। দিল্লিতে বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে, পুরোপুরি দূষণ থেকে এখনও মুক্তি পেল না দিল্লি। বৃহস্পতিতেও দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ধোঁয়াশার হালকা আস্তরণ ছিল।

দিল্লির পাশাপাশি শীতের দাপট বাড়ছে উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। জমজমাট ঠান্ডা জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশেও। কোথাও কোথাও সকালের দিকে হালকা কুয়াশাও ছিল। আগ্রার তাজমহল এদিন সকালেও কুয়াশার হালকা আস্তরণে ঢেকে যায়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দিল্লিতে এদিন সকালে বাতাসের সামগ্রিক গুণগতমান ছিল ১২৮, যা মাঝারি পর্যায়ে পড়ে। লোধি রোডে একিউআই ছিল ১২৭।

কনকনে শীত কাশ্মীর উপত্যকায়, ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, হু হু করে নামছে রাতের তাপমাত্রা। শ্রীনগর-সহ নানা স্থানে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। আপাতত বৃষ্টি ও তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এরপর ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর এই সময়কালে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া।

ইসকনের শুরু কীভাবে? যেসব কারণে আলোচিত

অমিতাভ ভট্টশালী

বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করার পরেই তার সঙ্গে যে হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনের যোগ ছিল, সেই ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ-ইসকনকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে।

ইসকন উগ্র ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করে বলেও অভিযোগ তুলছেন অনেকে। আবার এর আগে ইসকনকে যেসব দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই সব তথ্যও তুলে ধরে বাংলাদেশেও সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ হাইকোর্ট ইসকনকে নিষিদ্ধ করার আবেদন আমলে নেয়নি।

আবার ইসকন আসলেই হিন্দু ধর্ম প্রচার করে কি না, তা নিয়েও বিতর্ক নজরে আসে ইন্টারনেট ঘাঁটলেই। এই প্রতিবেদনে ইসকন আসলে কী কাজ করে, তার ওপরেই আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে জন্ম নেওয়া অভয়াচরন দে পরবর্তী জীবনে অভয়া চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী “প্রভুপাদ” বা এসি ভক্তিবেদান্ত ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা। তাকেই ধর্মগুরু বলে মানেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ইসকনের লাখো ভক্ত।

কলকাতায় ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মুখপাত্র রাধারমণ দাস বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছেন। অনেক বেশি বয়সে তিনি এই কলকাতাতেই তার গুরু মহারাজের দেখা পান। তিনিই এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আদেশ দেন যে পশ্চিমী দেশগুলাতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রচার চালাতে। তার যখন প্রায় ৭০ বছর বয়স, সেই সময়ে তিনি একটি মালবাহী জাহাজে চেপে কলকাতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে পৌঁছান। সেটা ছিল ১৯৬৫ সালের ১৬ই জুলাই।”

ইসকনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হওয়ার সময়ে এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামীর সঙ্গে মাত্র কয়েক ট্রাঙ্ক ভর্তি বই এবং মাত্র সাত মার্কিন ডলার ছিল।

ইসকনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৬ সালে আর এসি ভক্তিবেদান্তের মৃত্যু হয় ১৯৭৭ সালে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশ্বের বহু দেশে গিয়েছেন, ৪০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে পাঁচশোটিরও বেশি বৃহৎ কেন্দ্র, এর বাইরেও বহু মন্দির, স্কুল, কয়েক হাজার স্থানীয় গোষ্ঠী, প্রায় একশো নিরামিষ রেস্তোরাঁ পরিচালনা করে থাকে ইসকন। এছাড়াও নানা সমাজকল্যামূলক কাজ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ বিলি করে থাকে তারা। এই সংঘের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার মায়াপুরে। সংঘটি দাবি করে এই মায়াপুরেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব। ইসকন দাবি করে যে তাদের আধ্যাত্মিক মতাদর্শের ভিত্তি হলো সংস্কৃতে রচিত ভগবৎ গীতা এবং ভগবৎ পুরাণ। রাধারমণ দাস বলছিলেন, “আমরা গৌড়ীয় ব্রহ্ম মাধব সম্প্রদায়। ইসকনের ভাবাদর্শ হলো এই বাংলার যে বৈষ্ণব মতবাদ, অর্থাৎ গৌড় অঞ্চলের বৈষ্ণব ধারা, সেটাই আমরা বিশ্বে ছড়িয়ে দিই।” ইসকন সদস্যরা নিজস্ব মন্দিরগুলিতে পুজোর বাইরেও নানাভাবে নিজেদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। রাস্তায় খোল-করতাল নিয়ে ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ মন্ত্র পাঠ করে নেচে অথবা সেমিনার সহ নানাভাবে তারা ইসকনের মতবাদ প্রচার করেন বিশ্বজুড়ে। ‘হিন্দু ধর্মেরই অঙ্গ ইসকন’ ইসকন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করে তা আদৌ হিন্দু ধর্ম কি না, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক অ্যাকাডেমির প্রধান নবকুমার ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করছিলেন যে হিন্দু ধর্মে যে পাঁচটি সম্প্রদায় রয়েছে, তারই অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়। অন্য সম্প্রদায়গুলি হলো শৈব, শাক্ত, সৌর, এবং গাণপত্য। তার কথায়, “হিন্দু ধর্ম হচ্ছে দর্শনের সমন্বয়ে একটা পরম্পরা। একেকটি সম্প্রদায়ের একেকটি দর্শন রয়েছে। এই যে শাক্ত সম্প্রদায়ের একেবারে বিপরীতে রয়েছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়। আবার সবাই যে বেদের পক্ষে তা নয়। এই দর্শনে চার্বাকের মতো স্বীকৃত দর্শন আছে, যেখানে নাস্তিকতার কথা বলা হয়েছে।” “মূল হচ্ছে ব্রহ্মের ভাবনা। কেউ সাকার, কেউ নিরাকার-ভাবে ব্রহ্মের ভাবনায় যুক্ত থাকেন। ইসকন যে ভাবাদর্শ মেনে চলে, সেটা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শন, তার সঙ্গে সময়ের সঙ্গে কিছু নতুন ভাবনা যুক্ত হয়েছে। তাই ইসকনের ভাবধারা নিশ্চিতভাবেই হিন্দু ধর্মেরই অঙ্গ। তাদের সেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে সবসময়ে। যারা হিন্দু ধর্ম বিরোধী, তারাই এসব প্রশ্ন তুলে থাকে,” বলছিলেন হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত নবকুমার ভট্টাচার্য।

ইসকনকে নিয়ে যেসব বিতর্ক পশ্চিমা দেশসহ বিশ্বের নানাদেশে ইসকনের লাখো ভক্ত ছড়িয়ে আছে। এদের মূল নাম ছাড়াও ইসকনের ভক্ত হিসাবে পৃথক একটি নাম দেওয়া হয়ে থাকে। ইসকনের বিখ্যাত ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর জীবন বেছে নিয়েছেন। ইসকনের বিখ্যাত ও ‘কোটিপতি’ সদস্যদের মধ্যে আছেন ফোর্ড মোটর্সের মালিক হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র অ্যালফ্রেড ফোর্ড, দ্য বিটলসের অন্যতম মুখ জর্জ হ্যারিসন, কবি অ্যালেন গিনসবার্গ এবং অ্যাপেলের প্রাক্তন সিইও স্টিভ জবস।

বিখ্যাত মানুষদের সমাবেশ যেমন হয়েছে ইসকনে, তেমনই নানা সময়ে বিতর্কেও জড়িয়েছে ইসকন।

যেমন সংঘ-প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিক থেকেই সিঙ্গাপুরে ইসকন নিষিদ্ধ থেকেছে দীর্ঘকাল। সংঘটির রেজিস্ট্রেশন আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে পরে অন্য নাম নিয়ে সেদেশে শুরু হয় ইসকনের কর্মকাণ্ড, এখন সেখানে একটি মন্দির আছে এবং ইসকনের ভক্তরা খোলাখুলিই কাজ করেন। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে এখনও ইসকন তার কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে না। চিনেও তাদের গোপনে কাজ করতে হয় বলে ইসকনের ওয়েবসাইটে একটি পুরণো নিবন্ধে লেখা হয়েছে। তবে পাকিস্তানে ইসকনের অন্তত ১২ টি মন্দির রয়েছে বলে সংঘটি দাবি করে। রাশিয়া সহ অনেক দেশে ইসকনের ধর্মীয় প্রচারণার পদ্ধতি নিয়ে মামলা হয়েছে নানা সময়ে।

এই বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই কলকাতায় ইসকন কেন্দ্রের মুখপাত্র রাধারমণ দাস ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে বলেন অন্য সময়ে কথা বলবেন। তবে হিন্দুত্ববাদের গবেষক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বাংলাদেশে নানা আলোচনা তৈরি হয়। তাদেরকে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন হিসেবেও আখ্যা দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সিলেটে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ইসকনের আন্দোলনে দেশি-বিদেশি ইন্ধন রয়েছে।

সেদিন রাতে এক বিবৃতিতে ইসকন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সনাতনী সংগঠন হিসেবে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষায় কাজ করেন তারা। ইসকন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমলা প্রসাদ দাস বিবিসি বাংলাকে বলেন, “আমরা সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সেবামূলক কাজ করি”। ইসকনকে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন হিসেবে বলা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে মি. দাস বলেন, “সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেটি তারাই দেখবেন। ওনাদের কাছে সব তথ্য আছে সেটি তারা দেখবে”। গত মাসের শেষের দিকে আট দফা দাবিতে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে একটি সমাবেশ করেছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা। সেখানে তারা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নিপীড়নের বিচার, জড়িতদের শাস্তি দেয়া, ক্ষতিপূরণ দেয়া, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন করার মতো দাবি জানান। ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, “ইসকন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মীয় আদর্শ ও সনাতনী মূল্যবোধকে ধারণ করে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় চর্চা এবং মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমরা সর্বদা শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পক্ষে কাজ করেছি। ভবিষ্যতেও একই আদর্শে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ”।

ঐতিহ্য এবং সুফিবাদের পীঠস্থান খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহের ইতিহাস

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সুফিবাদ, এবং রহস্যময়তার পীঠস্থান হলো ভারতের রাজস্থানের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ। ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ভৌগলিক সীমানার চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে এটি এমন এক স্থান অর্জন করেছে, যা পরিদর্শন করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীই নন, হিন্দুরা দর্শনার্থীও আজমিরের এই দরগাহে উপস্থিত হন। এখানে নারীরাও প্রবেশ করতে পারেন। বহু হিন্দু নারীই এই দরগাহে আসেন মানত করতে।

এই মুহূর্তে খবরের শিরোনামে রয়েছে আজমিরের দরগাহ, তবে অন্য কারণে। শিব মন্দিরের উপরে এই দরগাহ বানানো হয়েছিল বলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন হিন্দু সেনা নামে এক সংগঠনের সভাপতি ভিষ্ণু গুপ্তা। তার দাবির স্বপক্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হরবিলাস সারদারের বইয়ের তথ্য-সহ তিনটে কারণ উল্লেখ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন মি. গুপ্তা এবং সেখানে হিন্দুদের পুজো করার অনুমতির জন্যও আবেদন জানিয়েছেন। ভিষ্ণু গুপ্তার দাবি, মন্দিরের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে, আজমির দরগাহের প্রধান উত্তরাধিকারী এবং খওয়াজা মইনুদ্দিন চিশতির বংশধর সৈয়দ নাসিরুদ্দিন চিশতি ওই দাবিকে ‘সস্তা প্রচার পাওয়ার জন্য স্টান্ট’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের সম্ভলস্থিত শাহী জামা মসজিদকে ঘিরেও একই দাবি তোলা হয়েছিল। নিম্ন আদালতের নির্দেশে সেখানে জরিপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জরিপ চলছিল। জরিপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে হঠাৎ মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে তিনদিক থেকে পাথর ও ইটবৃষ্টি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। এই ঘটনায় চারজন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। বিক্ষোভকারী, পুলিশ ও স্থানীয় কর্মকর্তা মিলিয়ে দু’পক্ষের একাধিক ব্যক্তি জখমও হয়েছেন। এই আবহে, আগামী ২০শে ডিসেম্বর আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। অন্যদিকে, জানুরারি মাসের আট তারিখ খাজা মইনুদ্দিন চিশতির উরস। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর দুই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে শামিল হন কয়েক লক্ষ মানুষ। বেশ আগে থেকেই উৎসবের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই দরগাহকে ঘিরে যে দাবি ও পাল্টা দাবির ঝড় উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে আজমিরের পরিস্থিতি অন্যবারের তুলনায় বেশ আলাদা।

‘গরীব নওয়াজ’ আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত দরগাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত ছাড়াও, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সুদূর আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে মানুষ এই দরগাহ পরিদর্শনে আসেন। দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিবিদরা এখানে চাদর দেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ রাজস্থানের এই দরগাহ যার নামে তৈরি, তিনি হলেন রহস্যবাদী দার্শনিক ও সুফি সাধক মইনুদ্দিন চিশতি। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ‘গরীব নওয়াজ’ নামেই পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিপন্থী এই দরগাহ সম্প্রীতি ও উদারতার বার্তা দেয় এবং তার নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং মইনুদ্দিন চিশতি। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার গ্রন্থ ‘আকবর’-এ যেসব মুসলিম সাধককে ‘মুসলিম সাম্যবাদী’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন সুফি সাধক ও দার্শনিক খাজা মইনুদ্দিন চিশতি তাদের মধ্যে প্রথম। তিনি ১১৪২ সালে ইরানের সানজার (সিস্তান) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার খ্যাতি ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অতিক্রম করার পাশাপাশি ধর্মের গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তরাইনের যুদ্ধের পর এমন এক সময়ে তিনি আজমিরে আসেন যখন ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হচ্ছিল। কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ, আরাম শাহ, রুকনুদ্দীন ফিরোজ ও রাজিয়া সুলতানার সময়কার ঘটনা এটা। কথিত আছে, মোহময়ী সাধক ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন মইনুদ্দিন চিশতি। জীবনাদর্শ এবং বার্তা বিখ্যাত করে তুলেছিল তাকে। তার খ্যাতির বিষয়ে জানতে পেরে ইলতুৎমিশ নিজে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলেও শোনা যায়। কথিত আছে, রাজিয়া সুলতাও বহুবার আজমিরে এসেছিলেন।

খাজা মইনুদ্দিন চিশতি মনে করতেন মানুষ শান্ত থেকেও কারও অত্যাচারকে প্রতিহত করতে পারে। তার এই বার্তার জন্যই যেন সেই সময় ভারত অপেক্ষা করছিল। বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক এবং আর্য সমাজের অনুগামী হরবিলাস সারদা তার বই ‘আজমির: হিস্টোরিকাল অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ’ বইয়ে মইনুদ্দিন চিশতির ফকিরানা জীবন শৈলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই দরগাহকে আজমিরের ‘ঐতিহাসিক কীর্তি’ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন তিনি। তার জীবনদর্শনের বিখ্যাত ছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি। কথিত আছে, বহুদিনই তিনি নিজে একটা রুটি খেতেন কিন্তু ক্ষুধার্তদের জন্য সব সময় লঙ্গর প্রস্তুত থাকত। অসহায় এবং ক্ষুধার্ত দরিদ্রদের প্রতি তার আতিথেয়তার কথা কারোরই অজানা ছিল না। ঐতিহাসিক রানা সাফভি লিখেছেন, “খাজা মইনুদ্দিন চিশতির বক্তৃতা রাজা ও কৃষক উভয়কেই আকৃষ্ট করেছিল। আজমিরের নাম শুনলেই খাজা গরিব নওয়াজ ও তার দরগাহের ছবি মনে ভেসে ওঠে। এই সাধক সমুদ্রের মতো উদার এবং তার অতিথিপরায়ণতা ছিল বিশ্বের মতো ব্যাপক।” ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু হয় মঈনুদ্দিন চিশতির। দরগাহ তৈরির ইতিহাস খাজা মইনুদ্দিন চিশতির মৃত্যুর পর তার সমাধিতে এই দরগাহের নির্মিত হয় যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মান্ডুর সুলতান মাহমুদ খিলজি ও তার পরে গিয়াসউদ্দিন সেখানে সমাধিসৌধ এবং সুন্দর একটা গম্বুজ নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্ভবত প্রথম সম্রাট ছিলেন যিনি ১৩২৫ সালে এই দরগাহ পরিদর্শন করেন। আর তুঘলক শাসক জাফর খান দরগাহ পরিদর্শন করেছিলেন ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। সফরকালে সময় দরগাহের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বহু উপহার দিয়েছিলেন তিনি। মান্ডুর খিলজি ১৪৫৫ সালে আজমিরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন। সেই সময় এই দরগাহ তার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তার শাসনকালে দরগাহের প্রাঙ্গণে বিশাল ফটক, বুলন্দ দরওয়াজা এবং মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এর আগে পর্যন্ত তেমন পোক্ত কোনও নির্মাণ ছিল না সেখানে। ঐতিহাসিকদের মতে, আদি দরগাহ ছিল কাঠের তৈরি। পরে এর উপর একটা পাথরের ছাউনি নির্মাণ করা হয়।

ইতিহাসবিদ রানা সাফাভির মতে, “দরগাহ পরিসরে নির্মাণের প্রথম মজবুত প্রমাণ হল তার গম্বুজ যা ১৫৩২ সালে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। এটা সমাধির উত্তর দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটা শিলালিপি থেকে স্পষ্ট।” “এই সেই সুন্দর গম্বুজ যা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গম্বুজকে পদ্ম দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং রামপুরের নবাব হায়দার আলী খানের দেওয়া একটা সোনার মুকুট এর উপরে স্থাপন করা হয়েছে।” শেখ মঈনুদ্দিন চিশতিকে নিয়ে অনেকৎ ‘গল্প’ সংগ্রহ করেছেন ফজলুল্লাহ জামালি। তার মতে দরগায় বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন হতো এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে মুজাভিরদের উপহারও দেওয়া হত। ফজলুল্লাহ জামালির (মৃত্যু ১৫৩৬) মতে, সেই সময় দরগাহ সাবজাওয়ার, মিহনা, জিল, বাগদাদ এবং হামাদানের লোকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। আকবরের সঙ্গে দরগাহের সম্পর্ক আকবর যখন প্রথমবার এই দরগাহ পরিদর্শনে এসেছিলেন ততদিনে খওয়াজা মঈনুদ্দিন চিশতির খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন আকবর গ্রন্থে লিখেছেন, “এক রাতে আকবর আগ্রার নিকটবর্তী একটা গ্রাম থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেখানে কিছু মানুষের মুখে আজমিরের খওয়াজার প্রশংসা শুনে তার অন্তরে ভক্তি জেগে ওঠে। ১৫৬২ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে আজমির যাত্রা শুরু করেন।” আবুল ফজল আবার লিখেছেন, “এক রাতে তিনি (আকবর) শিকারের জন্য ফতেহপুর গিয়েছিলেন। সেই সময় আগ্রা থেকে ফতেপুর যাওয়ার পথে গ্রামের কিছু লোক খওয়াজা মঈনুদ্দিনের গৌরব ও গুণাবলী সম্পর্কে একটি সুন্দর গান গাইছিল।” সেখান থেকেই এই দরগাহের বিষয়ে জানতে পারেন তিনি। দরগাহের প্রতি মুঘল সম্রাট আকবরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার‘আকবর’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, “১৫৭২ সালের এপ্রিল মাসে সন্তান লাভের মানত করে আকবর পায়ে হেঁটে জিয়ারতের উদ্দেশে রওনা হন এবং প্রতিদিন ১৪ মাইল গতিতে ১৬ মঞ্জিল অতিক্রম করে আজমির পৌঁছান।” কিছু তথ্য আবার বলছে, তিনি সন্তান লাভের আশায় ফতেপুর সিক্রি থেকে খালি পায়ে দরগাহে গিয়েছিলেন। প্রতি বছর দরগাহ পরিদর্শনের জন্য আগ্রা থেকে আজমির পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন তিনি। আকবর দরগাহে একটা মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন, যাকে আকবরী মসজিদ বলা হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, “আকবর প্রথম মুঘল শাসক যিনি ১৫৬২ সালে প্রথমবার দরগাহ পরিদর্শন করেছিলেন। দরগাহের সাথে যুক্ত লোকদের উপহার ও অনুদান দিয়েছিলেন।” তার মতে ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে আকবর তার প্রথমবারের মানত পূরণের জন্য পায়ে হেঁটে দরগাহে এসেছিলেন। আকবর দেখেছিলেন যে হাজার হাজার দরিদ্র ও তীর্থযাত্রীদের জন্য লঙ্গরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই তিনি আজমির, চিতোর এবং রণথম্ভোরের ১৮টা গ্রাম দিয়ে দেন। আকবর ১৫৬৯ সালে আজমিরে একটা মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অনুযায়ী তৈরি হয় লাল বেলেপাথরের আকবরী মসজিদ। শাহজাহান ১৬৩৭ সালে একটা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা দরগাহের পশ্চিমে শাহজাহানী দরওয়াজার সঙ্গে অবস্থিত। দরগাহে আগত মানুষদের জন্য আকবর এবং জাহাঙ্গীর অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন যার উল্লেখ হরবিলাস সারদার বইয়ে পাওয়া যায়। সম্ভর হ্রদ থেকে দরগাহ ২৫ শতাংশ নুন পেত যার পরিবর্তে সেই সময় মিলত ৭ টাকা। দরগাহের লঙ্গরের জন্য মোট পাঁচ হাজার সাত টাকা দেওয়া হতো। বৈরাম খাঁর শাসনের অবসানের পরপরই ১৫৬০ সালের একটা সনদের কথা জানা যায় যেখানে দরগাহের এক সেবককে ২০ বিঘা জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে দরগাহের যোগ আকবরের প্রথমবার আজমির সফরএর (১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে) আগেই দরগাহের সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কাজ মুঘলরা ক্ষমতায় থাকাকালীন তো বটেই এমন কী তার পরেও এই সংস্কার অব্যাহত ছিল। দরগাহের বিষয়ে আকবরের আগ্রহ শুরু হয় তার শাসন বর্গের মধ্যে ভারতীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার নীতি থেকে। কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে মুঘলরা ঐতিহ্যগতভাবে সুফিবাদের নকশবন্দি সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিল। আকবর শুধু খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহেই নয়, দিল্লির অন্যান্য চিশতি সুফিদের সমাধিতেও যেতেন। ঐতিহাসিকদের মতে দরগাহকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ শুধুমাত্র আকবরের আধ্যাত্মিক চিন্তাই ছিল না, এটা ভারতে মুঘল শাসনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেও সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ শাসনামলেও এই দরগাহ আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কেন্দ্র ছিল। তবে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসে। আজমিরের এই দরগাহ পরিদর্শনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা আসেন এবং এই পরম্পরা শত শত বছর ধরেই চলে আসছে। বার্ষিক উরস উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন এবং এই রীতিই এখনও চলে আসছে। এখানে নারীদের অবাধ প্রবেশ রয়েছে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নারীরাও এই দরগাহ দর্শনের জন্য আসেন, কেউ বা নিজের মনোকামনা পূরণের জন্য মানত করেন। শুরু থেকেই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা এই দরগাহে আসতেন, সেই রীতি এখনও রয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্মার্ট, সুরক্ষিত ও আরও বেশি দক্ষ ট্রেন পরিচালনের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে চালু করল উন্নত ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাক মনিটরিং সিস্টেম

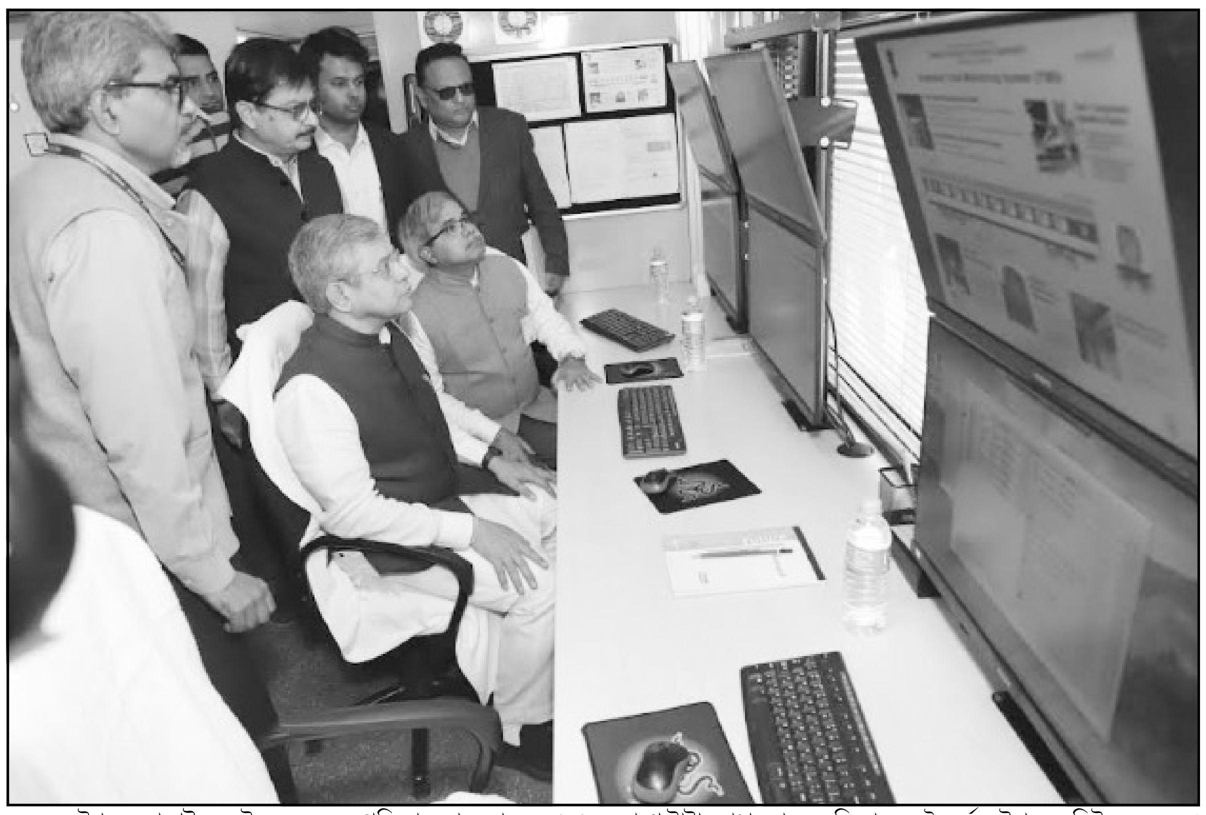

মালিগাঁও, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪: ভারতের রেলওয়ে পরিকাঠামো আরও আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যে বিস্তৃত ট্র্যাক মনিটরিঙের জন্য ট্র্যাক রেকর্ডিং কার (টিআরসি)-এ স্থাপন করা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাক মনিটরিং সিস্টেম (আইটিএমএস)। ট্র্যাক পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিউ দিল্লি স্টেশনে এক অনুষ্ঠানে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ট্র্যাকম্যান এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জীবন ধারণ উন্নত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে আইটিএমএস ব্যবহারের ফলে ট্র্যাকম্যানরা এখন থেকে সঠিক রিয়াল-টাইম ডেটা উপলব্ধ করতে পারবেন, যা তাঁদের কাজ সহজ, সুরক্ষিত এবং আরও দক্ষ করে তুলবে। তিনি আরও বলেন যে ট্র্যাক মনিটরিঙের জন্য প্রত্যেকটি জোনে রেল ট্র্যাক রেকর্ডরে ভেহিক্যাল উপলব্ধ করা হবে।

প্রতি ঘণ্টায় ২০ থেকে ২০০ কিলোমিটার গতিতে যাত্রা করার সময় রিয়াল-টাইমে বিভিন্ন ট্র্যাক প্যারামিটার মনিটর ও রেকর্ড করতে এই আইটিএমএস তৈরি করা হয়েছে। একাধিক উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়সাধন ঘটিয়ে ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মসৃণ ও সুরক্ষিত পরিচালন নিশ্চিত করেছে আইটিএমএস। এই আইটিএমএস সিস্টেমে রয়েছে ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্ট ও জিওমেট্রি পরিমাপ করতে কনট্যাক্টলেস লেজার সেন্সর, ট্র্যাকের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে এবং ত্রুটি শনাক্ত করার জন্য হাই-স্পিড ক্যামেরা, ট্র্যাক সারফেসের ৩ডি ম্যাপিং করার জন্য লিডার (লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং) এবং গতিবিধি ও রাইড কোয়ালিটির সুনির্দিষ্ট ট্র্যাকিঙের জন্য ইনার্শিয়াল মেজারমেন্ট ইউনিট (আইএমইউ), অ্যাকসেলেরোমিটার ও জিপিএস ব্যবস্থা। অনবোর্ড সেন্সরের দ্বারা সংগৃহীত ডেটা উন্নত অ্যানালাইটিক সফওয়্যার ব্যবহার করে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় এবং ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট (টিএমএস) সিস্টেমে একত্রিত করা হয়। এই সিস্টেমটি ট্র্যাকের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে, যা টিএমএস পোর্টালের মাধ্যমে রেলওয়ে আধিকারিকরা উপলব্ধ করতে পারবেন।

পাশাপাশি রেলমন্ত্রী নিউ দিল্লি স্টেশনে রোড কাম রেল ইনস্পেকশন ভেহিক্যাল (আরসিআরআইভি) পরিদর্শন করে। পেছনে ৭৫০ মি.মি. ডায়ামিটারের ২টি আয়রন হুইল এবং সামনে ২৫০ মি.মি. ডায়ামিটারের ২টি আয়রন হুইলের সাথে টাটা যোধা রোড ভেহিক্যাল মডেল থেকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, এটিতে ৩টি ক্যামেরা রয়েছে যা ট্র্যাক রেকর্ড করবে। যার রেকর্ডিং ব্যাকআপ প্রায় ১৫দিনের।

২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সালে সফলভাবে আইটিএমএস প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি আইটিএমএস ইউনিট সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েতে নিয়োজিত করা হয়েছে।

এই ইউনিটগুলি সাতটি টিআরসি-র একটি বৃহৎ বহরের অংশ, যা ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে প্রায় ২.৫৪ লক্ষ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক মনিটর করবে। আইটিএমএস সিস্টেমগুলি সরবরাহকারী ফার্মের দ্বারা সাত বছর সময়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতা ও ক্রমাগত প্রযুক্তিগত আপডেট নিশ্চিত করে। স্মার্ট, সুরক্ষিত ও অধিক দক্ষ রেলওয়ে পরিচালনার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে তৈরি করা আইটিএমএস ট্র্যাকম্যানদের পাশাপাশি দেশের রেলওয়ে সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল সমস্ত যাত্রীকেই উপকৃত করবে।

নতুন দিল্লিতে নীতি আয়োগের ট্রেড ওয়াচ কোয়ার্টারলি '-র সূচনা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৪ অর্থবছরের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে নীতি আয়োগের সর্বশেষ প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয়েছে। বুধবার এর উন্মোচন করেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন সুমন বেরি। এই উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের কার্যালয়ে আয়োগের সম্মানিত সদস্য ডঃ ভি কে সারস্বত এবং ডঃ অরবিন্দ ভিরমানি, সিইও বি ভি আর সুব্রহ্মণ্যম এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এটি প্রকাশিত হয়েছে। ট্রেড ওয়াচ প্রকাশনাটি সারা বিশ্বে চাহিদা-সরবরাহের দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও সাফল্য এবং উন্নত ও মজবুত উপায়ে বাণিজ্যের সুযোগগুলির সংমিশ্রণে ভারতের বাণিজ্যিক অবস্থানের একটি সামগ্রিক চিত্র স্পষ্ট করে।

চলতি অর্থবছরের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাস অব্দি ভারতের বাণিজ্য কর্মক্ষমতা স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই তিন মাসে মোট বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ৫৭৬ বিলিয়ন ডলার, যা বার্ষিক ৫.৪৫ বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। লোহা ও ইস্পাত নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির পতনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পণ্যদ্রব্য রফতানি নিয়ন্ত্রিত প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। অন্যদিকে, বিমান, মহাকাশযান, খনিজ জ্বালানি এবং উদ্ভিজ্জ তেল সহ উচ্চ মূল্যের পণ্য দ্বারা আমদানি চালিত হয়েছিল সেই সকল পরিষেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভাইস চেয়ারপার্সন সুমন বেরি বলেন এই প্রকাশনা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করবে, নীতিগত উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন এই ফলাফলগুলি বাজার ও ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে বাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি চালানোর লক্ষ্যে ভবিষ্যতের নীতি ও হস্তক্ষেপগুলি গঠনে সহায়ক হবে যেখানে ভারত আরও শক্তিশালী তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে।

নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ অরবিন্দ ভিরমানি এই বাণিজ্য বিষয়ক প্রকাশনা নিয়ে আসার জন্য পুরো দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন এই নথিটি ভারতের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যেতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম তথ্য-চালিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রমাণ-ভিত্তিক নীতিনির্ধারণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন যে প্রতি ত্রৈমাসিকে ভারতের বাণিজ্যের অবস্থানের বিশদ বিশ্লেষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকাশনাটি প্রমাণ-ভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগটি বিকশিত ভারত (জ্জদ্রস্থখগ২০৪৭)-এর জন্য ভারতের বাণিজ্য সম্ভাবনাকে পুঁজি করার লক্ষ্যে এবং দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতের বাণিজ্য প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রকাশনা ভারতের বাণিজ্যের গতিশীলতা সম্পর্কে সময়োপযোগী অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মহর্ষি অরবিন্দর প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার ভারতের মহান ব্যক্তিত্ব ঋষি অরবিন্দের প্রয়াণবার্ষিকী। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

মোহন যাদব জানিয়েছেন, মহান যোগী, দার্শনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দ ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই। আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি জনগণকে শুধু জাগিয়েই তোলেননি, দেশের স্বাধীনতার জন্যও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা আগামী দিনে সংস্কৃতি ও দেশ রক্ষায় পাথেয় হয়ে থাকবে।

৬২ তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস
৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ ইং(শুক্রবার)
সকাল ১০.০০ ঘটিকায় .
যৌথ বাহিনীর প্যারেড ও মহড়া
স্থান :- মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড, অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা
প্রধান অতিথি:- শ্রীমতি সান্ত্বনা চাকমা , মাননীয় মন্ত্রী শিল্প ও বাণিজ্য, কারা(স্বরাষ্ট্র) এবং ও বি সি ওয়েলফেয়ার ত্রিপুরা সরকার।
অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সকল স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা এবং সকল জনসাধারনকে সকাল ৯ টার মধ্যে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।
অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা, ত্রিপুরা,আগরতলা
কর্তৃক প্রচারিত
ICA/D-1416/24

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন মনমোহন, বিচারকের সংখ্যা বেড়ে ৩৩

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিচারপতি মনমোহন বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না নিজস্ব কোর্ট রুমে বিচারপতি মনমোহনকে শপথবাক্য পাঠ করান। বিচারপতি মনমোহন শপথ নেওয়ার পর সর্বোচ্চ আদালতে মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৩।

সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত ২৮ নভেম্বর দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনমোহনকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের সুপারিশ করেছিল। দিল্লি হাইকোর্টের অন্যতম সিনিয়র বিচারক, বিচারপতি বিভু বাখরু এখন দিল্লি হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী, চলবে ৮ ডিসেম্বর

অযোধ্যা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অযোধ্যার রামকথা পার্কে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ৪৩-তম রামায়ণ মেলা। চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রামায়ণ মেলার সাধারণ সম্পাদক কমলেশ সিং বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৪৩-তম রামায়ণ মেলার উদ্বোধন করেছেন। রামায়ণ মেলার আয়োজন করা হবে ৫ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভগবান রামের ''বরাত যাত্রা'' (বিবাহ শোভাযাত্রা)) অযোধ্যা থেকেও রওনা হয়েছে, ৫০০ বছর অপেক্ষার পর অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হওয়ায় ভক্তরা খুবই উচ্ছ্বসিত।'

রামায়ণ মেলার উদ্বোধন করার পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, '৫০০ বছর আগে অযোধ্যা কুম্ভে বাবরের লোকজন কী করেছিল তা মনে রাখবেন। সম্ভলেও একই ঘটনা ঘটেছে, বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে। সামাজিক ঐক্য ভেঙে দেওয়ার পুরো আয়োজন করেছে তারা। যদি এখানে কোনও সংকট হয়, তারা পালিয়ে যাবে এবং অন্যদের এখানে মরতে রেখে যাবে।'

আফগানিস্তানে মেয়েদের চিকিৎসা শিক্ষায় নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রশিদ খানের

কাবুল, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আফগান ক্রিকেটার রশিদ খান দেশের ভালো খারাপ কিছু দেখলেই মুখ খোলেন। বুধবার, ৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে শিক্ষা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন এই আফগানিস্তান ক্রিকেটার।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আফগানিস্তানের নার্সিং ইনস্টিটিউটগুলোর বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, মহিলাদের চিকিৎসাশিক্ষা ক্লাসে উপস্থিত হতে বাধা দেওয়া হবে।

আফগান অলরাউন্ডার এই সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, এই পদক্ষেপটি দেশটিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

কারণ দেশটি মেডিকেল এবং প্যারামেডিকেল কর্মীদের ঘাটতিতে ভুগছে। এটি কয়েক বছর আগে মহিলাদের ক্রিকেট মাঠে অংশ নিতে না দেওয়ার মতন ব্যাপার। এই সিদ্ধান্ত কেবল তাদের ভবিষ্যতই নয়, আমাদের দেশের বৃহত্তর কাঠামোকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।" রশিদ একটি দীর্ঘ পোস্টে লিখেছেন।

ভারতবর্ষ আক্রমণের স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশীদের হুঁশিয়ারি তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দেওয়া বাংলাদেশীদের হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি, আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ''ভগবান মনে হয় নিজের বিনোদনের জন্য বাংলাদেশী মৌলবাদী এবং কিছু হুজুর তৈরি করেছিল।।

এরা ভারতবর্ষ আক্রমণের স্বপ্ন দেখছে।। ১৯৭১ সালে এদের বর্তমান আববুদের প্যান্ট খুলে নেওয়া হয়েছিল, আর এগুলোতো লুঙ্গি পরে, উল্টে দিলেই হবে। বেশি লাফালাফি করার আগে জান্নাতে হুরের সাপ্লাই ঠিকঠাক আছে কিনা খোঁজ নিক না হলে সেখানেও মারপিট হবে।

চার আনার নকুল দানা তার আবার ক্যাশ মেমো। ফারাক্কার জল ছেড়ে দিলে যে দেশটা ডুবে যাবে সে দেশটা আবার যুদ্ধের কথা বলে।''

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বেলবাড়ী আর ডি ব্লক এলাকার বিভিন্ন ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সর্বমোট ২১(একুশ) জনকে ভিলেজ কমিটির রিজুলিশন মূলে PMAY(G) প্রকল্পে ক্যাটাগরি - 'C' চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেই মোতাবেক বেলবাড়ী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সর্বমোট চিহ্নিত ২১(একুশ) জনকে পূর্বে নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল। নোটিশ প্রদান স্বরূপ ২১(একুশ) জন বেনেফিশিয়ারি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করেনি।

অতএব নিম্নোক্ত সুবিধাভোগীদের যদি কেউ প্রকৃত সুবিধাভোগী অথবা উপযুক্ত উত্তরাধিকারি থাকেন তবে আগামী ৩০ শে নভেম্বর ,২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ অফিস চলাকালীন সময়ে বেলবাড়ী ব্লকের PMAY-G Section এ অথবা নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি অফিসে এসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ঘরগুলি বাতিল করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ভবিষ্যতে আপনার নাম PMAY(G) প্রকল্প থেকে আবাস গৃহের সুবিধা প্রদানে বিবেচিত হবে না।

PMAY(G) প্রকল্পের অতিরিক্ত তালিকা অনুযায়ী আপনার নাম ও আই ডি নম্বর নিম্নে দেওয়া হল।

Sl No	Name of VC	Name of Beneficary	PMAY-G ID	FY	Installment Paid 1st	2nd	3rd	Total	Reason
1.	Bubagwra	Rabi Debbarma	TR1137058	2019-20	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is expired & there is no nominee
2.	Bikram Molsam	Mangalaxmi Debbarma	TR123458684	2023-24	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is willful defaulter as she is unwilling to construct her house
3		Budhulaxmi Debbarma	TR133236117	2023-24	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is willful defaulter as she is unwilling to construct her house
4		Binoy Debbarma	TR137093484	2023-24	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
5		Sambhunath Debbarma	TR1330353	2023-24	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
6	Paschim Jiraniakhla	Bishakha Debbarma	TR1056578	2021-22	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary have migrated to other place
7		Hira Debbarma	TR1039782	2021-22	Rs.48,000/-	-	-	Rs.48,000/-	Beneficiary is expired & rest of the family members have migrated to other place & there is no nominee
8		Manuranjan Debbarma	TR1149187						Beneficiary is willful defaulter & out of trace from the VC location
9		Mina Debbarma	TR1391947						Beneficiary is willful defaulter as she is unwilling to construct her house
10		Sukumar Debbarma	TR1056222						Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
11		Budhi Debbarma	TR106936507						Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
12		Badal Debbarma	TR106938002						Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
13		Manika Debbarma	TR102147924						Beneficiary is willful defaulter as she is unwilling to construct her house
14	Janmejoynagar	Sambhulaxmi Debbarma	TR1371785						Beneficiary is expired & there is no nominee
15	Jiraniakhala	Bishu Debbarma	TR136610434						Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling-to construct his house.
16		Rabirung Debbarma	TR136974588						Beneficiary is willful defaulter as he is unwilling to construct his house
17		Sadhani Debbarma	TR136610469						Beneficiary is willful defaulter as she is unwilling to construct her house
18		Sukuram Debbarma	TR1366116303						Beneficiary is expired & there is no nominee
19	East Belbari	Laxman Debbarma	TR1096330						Beneficiary is out of station
20	Dakshin Radhapur	Mangal Debbarma	TR1161181						Beneficiary is expired & unwilling to construct his house.
21	Belbari	Ratu Debbarma	TR1361610						Beneficiary is expired & there is no nominee

Block Development Officer
Belbari R.D. Block, West Tripura
ICA/D-1417/24

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11532/TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25 DATED 02/12/2024

The Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV), Hichacherra, Jolaibari, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10/12/2024 for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Repairing of 01(one) MT shed house of MT section by change og GCI sheet roofing,painting trusses etc. at Battalion HQr, 9th Bn TSR (IR-IV), Hichacherra (for Heavy vehicle shed) DNIT No: 05/TSR-9/QM/E-TENDER/2024-25	Rs. 7,18,291.00	Rs. 7,183.00	45 days	Up to 15.00 Hrs on 10/12/2024	At 16.00 Hrs on 11/12/2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2739/24

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Alok Bhattacharjee)
Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV)
Hichacherra, Jolaibari, South Tripura

Inviting Rate of Quotation for Hiring of Vehicle:

As per letter from Directorate of Youth Affairs & Sports, Agartala vide No. F. 4 (1) DYAS / Vehicle/2018/9,250 - 55 dated, 28/11/2024 the undersigned hereby invites sealed quotation of rate from the resourceful Owner/Vendor/ Firms having Commercial License of Maruti Omni / Maruti ECO vehicle for Office use of South District Youth Affairs & Sports Office, Belonia South Tripura for a period of maximum 23 (twenty three) days excluding Government holiday in a month for a period of 11 (eleven) months w, e, f 02/12/2024 to 31/10/2025 and as per terms and conditions mentioned below. The quotation will be submitted to the Office of the South District Youth Affairs & Sports Office, Belonia South Tripura with in 07 (seven) days from the date of publication of the notice on all working days (except Govt. holidays) up to 4-00 p.m. and sealed quotation will be opened on the next day of expiry of the submission date of quotation if possible..

Sl. No	Name of Vehicle	Detention Charge	Ceiling Limit (in KM) Petrol Per K.M.	CNG Per K.M.	Max. distance covered by a month (KM)	Monthly Ceiling Limit (in Rs. Petrol	CNG	Duration / Period of Detention
01.	Maruti OMNI	@Rs.700/- Per day	8/-	5/-	1840 K.M.	Rs.30,820/-	Rs.25,300/-	Whenever required by the undersigned.
02.	Maruti ECO	@Rs.700/- Per day	8/-	5/-	1840 K.M.	Rs.30,820/-	Rs.25,300/-	

1. Sealed quotation can be sent through registered / speed post or can submit to the Office of the undersigned with in 07 (seven) days from the date of Publication of the notice.
2. No quotation will be entertained after stipulated period.
3. The undersigned has the right to cancel the whole process at any stage without assigning any reason.

ICA/C/2734/24

(Mihir Shil)
Asstt. Director & H.O. South District Y.A & Sports Office
Belonia, South Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 22/EE-IED/AMB/2024-25 The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	53/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 4,21,344.00	₹ 8,427.00	Upto 17.00 Hrs on 17/12/2024	At 10.00 Hrs on 18/12/2024
2	54/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 6,42,814.00	₹ 12,856.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C/2727/24

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
M: +91-94361-24519

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

যে ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসা সহজ, যেগুলোর কঠিন

ক্যান্সার এমন একটি জটিল রোগ যা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শরীরের কোনও অংশে কোষের অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়াকে ক্যান্সার বলা হয়। সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে এবং সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ক্যান্সার কতটা দ্রুত ছড়াবে সেটি সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। এটি কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে তা কোন স্টেজে ধরা পড়ছে তার পাশাপাশি এর লক্ষণ কতটা ধরা পড়ে এর উপরেও নির্ভর করে, বলছিলেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হাসান শাহরিয়ার কল্লোল।

যেসব ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশ্বব্যাপী অনেক উন্নতি হয়েছে সেগুলোতেও সেরে ওঠার হারটা বেশি থাকে।

ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এনএইচএস, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং চিকিৎসকের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এমন কয়েক ধরনের ক্যান্সার সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক যা অধিক প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে কিংবা তুলনামূলক কম প্রাণঘাতী। যেসব ক্যান্সার সারানো তুলনামূলক সহজ মি. কল্লোলের মতে যে কোনও ক্যান্সারই শনাক্ত করতে বেশি দেরি হয়ে গেলে সেটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কিছু ক্যান্সার খুব বেশি দ্রুত বিস্তার হতে থাকলেও আগে শনাক্ত সম্ভব হলে চিকিৎসা সহজতর হয়, আর কিছু ক্যান্সার ধীরগতিতে ছড়ালেও শনাক্ত হতে বেশি দেরি হয়ে গেলে চিকিৎসা কঠিন হয়। বিশ্বে দুইশর বেশি ধরনের ক্যান্সার রয়েছে যার চিকিৎসা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ব্রেন বা ব্লাড ক্যান্সারের বেশ কিছু ধরন থাকে যেগুলো চিকিৎসায় অনেকটাই ভালোভাবে সারানো যায়।

ব্রেস্ট ক্যান্সার- বিশ্বব্যাপী যে ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটি স্তন ক্যান্সার। এর চিকিৎসায়ও যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী ব্রেস্ট ক্যান্সার তিন গ্রেড বা ধরনের হয়ে থাকে যার মধ্যে গ্রেড ওয়ান বা লো গ্রেড সাধারণত ধীরগতিতে বাড়ে। ক্যান্সার কোষ কী হারে, কীভাবে এবং কতটা দ্রুততার সাথে বাড়ে তার উপর এ গ্রেডগুলো নির্ভর করে। এটি ক্যান্সারের চারটি স্টেজ বা পর্যায়ের অংশ নয়।

এর লক্ষণগুলো মধ্যে স্তনে শক্ত অংশ, নিপল থেকে তরল বের হওয়া, এবং স্তনে পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণত ৫০ বছরের বেশি বয়সের নারীদের স্তন ক্যান্সার বেশি হয়।

স্তনের চামড়া, গড়ন বা ভেতরের দিকে যে কোনও অস্বাভাবিক অবস্থা মনে হলেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিৎ। সাধারণত এই ধরনের ক্যান্সার অন্য ধরনের চেয়ে বেশি দেখা গেলেও স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুর হার বেশ কম থাকে।

তবে বেশি দেরি করে চতুর্থ পর্যায়ে চলে গেলে চিকিৎসাটাও তুলনামূলক জটিল হয় বলছিলেন ড. কল্লোল।

প্রোস্টেট ক্যান্সার

প্রোস্টেট ক্যান্সার সাধারণত ধীরে বাড়ে, বিশেষ করে বৃদ্ধ পুরুষদের ক্ষেত্রে। এনএইচএসের তথ্য অনুযায়ী কোনও লক্ষণ বা চিকিৎসা ছাড়াই রোগী যুগ যুগ কাটিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় এর তেমন চিকিৎসার প্রয়োজনও হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নির্মূলও সম্ভব।

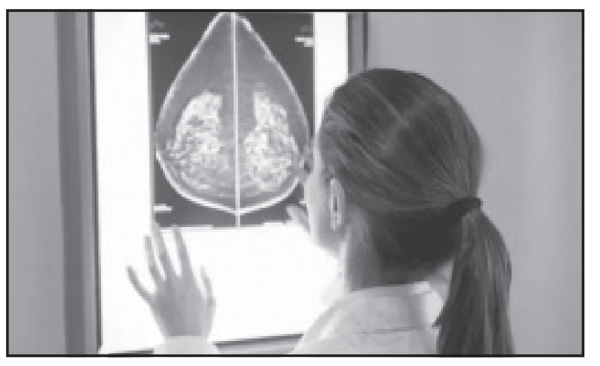

তবে অনেক সময় চিকিৎসকরা পরিস্থিতি বিবেচনায় চিকিৎসা নির্ধারণ করেন কারণ চিকিৎসায় ইরেক্টাইল ডিসফাংশন বা যৌন সক্ষমতায় প্রভাব, এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি অনুযায়ী চিকিৎসা বেছে নেয়া হয়।

আর বাংলাদেশে এর চিকিৎসা খুব বেশি হয় না কারণ রোগীরা সাধারণত দেরিতে চিকিৎসকের কাছে যান যখন কি না খুব বেশি চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। তবুও এর বৃদ্ধি ধীরগতির হওয়ায় এটি সেরকম দ্রুত ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি করে না, বলছিলেন ড. কল্লোল।

প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষণ কম থাকলেও প্রস্রাবের সমস্যাকে প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়। যেমন বেশি টয়লেট যাওয়ার প্রবণতা, মূত্র নির্গমনে চাপ এবং মূত্রাশয় পুরোপুরি খালি না হওয়ার মতো অনুভূতি। এটি যেমন ধীরগতিতে বাড়ে তেমন প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা গেলে সুস্থ হওয়ার হার অনেক বেশি।

কোলন এবং রেকটাম

কোলন ক্যান্সার বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার নামেও পরিচিত। আর রেকটাম হচ্ছে মলদ্বার। এই দুই ধরনের ক্যান্সার সমস্যার হলেও এর চিকিৎসা তুলনামূলক বেশি প্রচলিত বলে উল্লেখ করেন ড. কল্লোল। ‘‘কোলন ক্যান্সার অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় পলিপ থেকে যেটা কেটে ফেললেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যায়। কারণ পলিপটাই আস্তে আসে পাঁচ-সাত বছর, দশ বছর পার হয়ে ক্যান্সারে রূপান্তর হয়,’’ বলছিলেন তিনি।

সেক্ষেত্রে দুই তিন বছর পর পর কোলনস্কপি করানো ভালো বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়া এই ক্যান্সার হয়ে গেলে বেশ কিছু লক্ষণ থাকে। যেমন মলের ধরনে পরিবর্তন, মলের সাথে রক্ত, বা এমনিতে রক্ত, মলত্যাগ করার পরও অস্বস্তি, পেট ব্যথা, ওজন কমা, দুর্বলতা এমন অনেক বিষয় রয়েছে।

এর কোনওটা তিন সপ্তাহ বা তার বেশি হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে বলছে এনএইচএস।

পাকস্থলীর ক্যান্সার

চিকিৎসা করে পাকস্থলীর ক্যান্সারও প্রাথমিক পর্যায়ে সারানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাফল্য পাওয়া গেছে। যদিও এর লক্ষণ ধরতে পারাটা অনেক সময় কঠিন হয়।

এক্ষেত্রে এনএইচএস যে লক্ষণ উল্লেখ করছে এর মধ্যে রয়েছে বুক জ্বালাপোড়া বা অ্যাসিডিটি, খাবার গেলার সমস্যা, শরীর খারাপ লাগা, হজমে সমস্যা, খাবার অল্প খেয়ে পেট ভরে যাওয়া, ক্ষুধামন্দা, পেটের উপরের দিকে ব্যথা বা দলার মতো বোধ হওয়া, হঠাৎ ওজন কমা এমন বিষয়। তিন সপ্তাহের বেশি লক্ষণ থাকলে চিকিৎসকের কাছে যেতে বলা হয়। যেসব ক্যান্সার মারাত্মক হয়ে ওঠে কিছু ক্যান্সার বেশি প্রাণঘাতি হয় কারণ এর লক্ষণগুলো সেভাবে প্রকতভাবে সামনে আসে না, যখন আসে ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে যায়। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার, ফুসফুস অথবা অগ্নাশয়ের ক্যান্সারের রোগীরা সাধারণত তাদের কাছে আসেন বেশ দেরিতে কারণ লক্ষণগুলো বুঝে উঠতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়।

অগ্নাশয়ের ক্যান্সার- অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াসের অবস্থান পাকস্থলির ঠিক নিচ দিকে থাকে। এটি খাবার হজম বা ইনসুলিনের মতো হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে।

এর লক্ষণ হিসেবে এনএইচএস উল্লেখ করছে চোখ বা ত্বক হলুদ বর্ণ ধারণ, ত্বক চুলকানি ভাব, মলমূত্রের রঙ পরিবরতন, ক্ষুধামন্দা, দুর্বল বোধ করা, কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া, জ্বর ওঠা, ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, হজমে সমস্যা, পেটের উপরের দিকে ব্যথা যেটা খাওয়ার সময় বা শুলে বেড়ে যায় ও সামনে ঝুঁকলে কম মনে হয়।

ফুসফুসের ক্যান্সার- ফুসফুসের ক্যান্সার ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া গুরুতর ধরনের ক্যান্সার।

ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী স্তন ও প্রস্টেট ক্যান্সারের পর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফুসফুসের ক্যান্সার।

এটির বিস্তার দ্রুত হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে না। এর মাঝেও বেশ কিছু লক্ষণ থাকে বলে উল্লেখ করছে এনএইচএস।

যেমন অবিরাম কাশি, কাশির সাথে রক্ত, ক্রমাগত শ্বাসকষ্ট, কারণ ছাড়া ক্লান্তি ও ওজন কমা, শ্বাস বা কাশির সময় ব্যথা বা ব্যথা ভাব। ইসোফেগাস বা খাদ্যনালীর ক্যান্সার খাদ্যনালী দিয়ে খাবার সাধারণত পাকস্থলি পর্যন্ত পৌঁছায়। খাদ্যনালী ক্যান্সারে খুব বেশি লক্ষণ বুঝা যায় না, যেমন রোগী প্রথম লক্ষণ নিয়ে আসেন যে খাবার গিলতে কষ্ট হচ্ছে, এটা শুনলে বুঝা যায় এটি বেশ অ্যাডভানসড পর্যায়ে চলে গেছে, বলছিলেন ড. কল্লোল।

এর আগে তেমন ভালো লাগছে না, অথবা খাবার খেলে গ্যাস বা অ্যাসিডিটি হওয়া মতো বোধ হচ্ছে সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এজন্য এই ধরনের ক্যান্সার বেশি খারাপ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এনএইচএস বলছে গিলতে সমস্যা, ওজন কমা, তিন সপ্তাহের বেশি বুক জ্বালাপোড়া, অকারণে ওজন কমা এমন লক্ষণ থাকলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হেলাফেলা করা যাবে না।

ওভারিয়ান ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার

নারীর প্রজননের সাথে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ডিম্বাশয়। এটিকে নীরব ঘাতক হিসেবে দেখা হয় কারণ চিকিৎসকদের মতে- এই ক্যান্সারের প্রাথমিক উপসর্গ প্রায় লক্ষ্যই করা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যথা হয় না। তবে পরিবারে এই ধরনের ক্যান্সারের প্রবণতা থেকে থাকলে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এছাড়া যে লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয় তার একটি হলো- ক্ষুধামন্দা। এর বাইরে পেট ব্যথা, যোনীপথে রক্তক্ষরণ, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, এমন কোনও লক্ষণ দুই সপ্তাহ বা এর বেশি হলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন বা সিডিসি।

সাদা ডিম নাকি লাল ডিম, কোন ডিমে পুষ্টি বেশি

বাজার দুই রঙের মুরগির ডিম পাওয়া যায়। একটা সাদা খোলসের ডিম আরেকটা লাল খোলসের? এর মধ্যে কোন ডিম ভালো, কোনটার পুষ্টিগুণ বেশি?

অনেকের মতে, লাল ডিমের দাম যেহেতু বেশি তারমানে পুষ্টি বেশি। আবার অনেকে বলেন উল্টো কথা। তো এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলেন তা জানার আগে চলুন জেনে নেই মুরগির ডিমের এই দুইরকম রং হওয়ার পেছনে কারণ কী? ডিমের রঙ লাল বা সাদা হওয়ার কারণ কী ডিমের রং মুরগির জাত ও জিনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত, সাদা পালকের মুরগির ডিম সাদা এবং গাঢ় রঙের পালকের মুরগির ডিম লাল হয়ে থাকে।

বিশেষ করে সাদা লেগহর্ন জাতের মুরগি বিভিন্ন রঙের হলেও তারা সবাই সাদা ডিম পাড়ে। অন্য দিকে প্লেমাউথ রকস বা রোড আইল্যান্ড মুরগিগুলো লাল ডিম পেড়ে থাকে। কিছু কিছু জাতের মুরগি সাদা হলেও লাল ডিম পাড়ে।

ডিমের খোসার রঙ বাদামি হয় মূলত মুরগির জরায়ুর মধ্যে থাকা শেল গ্ল্যান্ডের কারণে। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় জানানো হয়েছে, সাধারণত একটি মুরগির ভেতরে ডিম তৈরি হতে প্রায় ২৬ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রথমে মুরগির গর্ভে ডিমের কুসুম তৈরি হয়। তারপর তিন ঘণ্টা ধরে তৈরি হয় কুসুমের চারদিকে সাদা অংশ বা অ্যালবুমিন। এরপর এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তৈরি হয় খোসার নিচের ঝিল্লি। এরপর ডিমটি লেজের কাছাকাছি শেল গ্ল্যান্ডে চলে যায়। এখানেই তৈরি হয় উপরের শক্ত খোসা। এই খোসা তৈরিতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে প্রায় ২০ ঘণ্টার মতো। সব ডিমের খোলস শুরুতে সাদাই থাকে। ডিম তৈরির একেবারে শেষ মুহূর্তে যোগ হয় রং। মুরগির দেহে থাকা এক রঞ্জক পদার্থ থেকে এই রং তৈরি হয়। তবে যেসব ডিম সাদা হয় সেগুলোয় রং যোগ হয় না।

আবার কিছু কিছু গবেষণায় এটাও বলা হয়েছে, মুরগির বয়স যতো বাড়তে থাকে, বা তারা যদি অনেক চাপে থাকে তাদের ডিমের রং হালকা হতে শুরু করে।

সাধারণত ডুয়েল ব্রিড অর্থাৎ যেসব মুরগি ডিম ও মাংস দুটি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় সেগুলো লাল রঙের ডিম পাড়ে। এসব মুরগি আকারে বড় হওয়ায় বেশি পরিমাণ খাবার দিতে হয়। ফলে ডিমের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। অন্যদিকে সাদা পালকের মুরগির প্রজনন খরচ কিছুটা কম। তারা বাদামি রঙের মুরগির চেয়ে খায়ও কম। এজন্য সাদা ডিমের দাম লাল মুরগির চেয়ে কিছুটা কম রাখা যায়।

কোন রঙের ডিমে পুষ্টি বেশি?

এখন প্রশ্ন হলো এই রঙের তারতম্যের কারণে ডিমের পুষ্টিগুণে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় কি? এ বিষয়ে পুষ্টিবিদ সৈয়দ তাসনিম হাসিন চৌধুরী এবং পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ শাকিলা ফারুক দুজনই জানিয়েছেন, ডিমের রঙের সাথে এর পুষ্টিগুণের কোনো তারতম্য হয় না। আবার নিউ ইয়র্কের এক দল গবেষকের মতে লাল ডিমে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সামান্য বেশি রয়েছে। কিন্তু সেই পার্থক্য এতটাই সামান্য যে তাতে খুব একটা ফারাক হয় না। সেক্ষেত্রে বলা যায় দুই রঙের ডিমের খাদ্যগুণ প্রায় সমান। তাই ডিম যে রঙেরই হোক আপনি তা নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, একটি ৫০ গ্রাম ওজনের ডিমে ৭২ ক্যালোরি ও ৪.৭৫ গ্রাম ফ্যাট রয়েছে। সাদা ও লাল ডিমে এই পুষ্টিগুণের পরিমাণ প্রায় সমান। তবে বাজারে ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ ডিম, অর্গানিক ডিম, জৈব এবং নন-জিএমও ফিড দেওয়া মুরগির ডিম, খোলামেলা জায়গায় পালন করা দেশি মুরগির ডিম ইত্যাদির বেশ কদর রয়েছে। এক্ষেত্রে মুরগির ডিমের রং নয় বরং মুরগি কী ধরনের খাবার খায় এবং কী ধরনের পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যেসব মুরগিকে বেশি বেশি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত কিংবা ভিটামিন এ বা ই-যুক্ত ফিড খাওয়ানো হয় সেসব মুরগির ডিমে এসব পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। এই বিশেষ ফিডের জন্য দামটাও বেশি পড়ে। পুষ্টিবিদ তাসনিম হাসিন চৌধুরীর মতে, যেসব মুরগি প্রাকৃতিক উপায়ে পুষ্টিকর খাবার খুঁজে খুঁজে খায়। সেসব মুরগির ডিমে ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, খনিজ উপাদান এবং ফ্যাট বেশি থাকে।

অন্যদিকে খামারের মুরগির ডিমে এই ভিটামিন ও খনিজ কিছুটা কম থাকলেও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। তবে পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ শাকিলা ফারুক বলছেন, গৃহস্থালির মুরগি রোদে বেশি থাকায় এগুলোর ডিমে ভিটামিন-এ ও ডি বেশি থাকে। আবার খামারে ভালো ফিড খাওয়ানো মুরগির ডিমের পুষ্টি অনেক সময় এসব গৃহস্থালি মুরগির ডিমের চাইতেও বেশি হয়।

কারণ তাদের নিয়মিত ভালো মানের ফিড দেয়া হয়। ডিমের কুসুম আবার ডিমের পুষ্টির সাথে ডিমের খোলসের রঙের কোনো যোগ না থাকলেও ডিমের কুসুমের রঙের একটা প্রভাব আছে। পুষ্টিবিদদের মতে, যে ডিমের কুসুমের রং যতো গাঢ় সেই ডিমে ভিটামিন এ, ক্যারোটিন ও খনিজ উপাদানের মাত্রা ততো বেশি। ওই ডিমের স্বাদও বেশি। ডিমের কুসুমের রংও নির্ভর করে মুরগি কী খাচ্ছে তার ওপর। ক্যারোটিনয়েড নামের এক রকম রাসায়নিকের প্রভাবে ডিমের কুসুমের রং গাঢ় হয়।

অতিরিক্ত লবণে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি, কম খেলে হতে পারে মৃত্যুও

বলা হয়, খাবারে লবণ না দিলে তাতে কোনো স্বাদই হয় না। কথাটা অনেকখানি সঠিক, কিন্তু লবণ কি কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় নাকি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী? যুক্তরাষ্ট্রের রটগার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল ব্রেসলিন বলছেন, ‘‘লবণ আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য।’’

তিনি জানান, নিউরন, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, পেশি, ত্বক এবং হাড়সহ আমাদের সব কার্যকর কোষের জন্য লবণ গুরুত্বপূর্ণ।

লবণ আমাদের শরীর এবং মনে শক্তি যোগায়। ‘‘লবণে থাকা সোডিয়াম আমাদের লালায় দ্রবীভূত হয় এবং স্বাদ কোষে প্রবেশ করে তাদের সক্রিয় করে,’’ বলেন অধ্যাপক ব্রেসলিন। ‘‘এগুলো এক ধরনের ছোট বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মতো।’’

তার মতে, লবণের কারণে সৃষ্ট এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে।

ক্যালসিয়ামের মতো আমাদের শরীর সোডিয়ামও সংরক্ষণ করতে পারে না। ফলে শরীরে সোডিয়াম কমে গেলে একমাত্র সমাধান হলো সোডিয়াম তথা লবণ খাওয়া।

যথেষ্ট সোডিয়াম গ্রহণ না করলে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে বলে সতর্ক করেন অধ্যাপক ব্রেসলিন। শরীরে সোডিয়াম কম থাকলে হাইপোনাট্রেমিয়া দেখা দিতে পরে। যার ফলে বিভ্রান্তি, বমি, খিঁচুনি এবং খিটখিটে মেজাজ হয়ে যেতে পারে, এমনকি ব্যক্তি কোমায়ও চলে যেতে পারে।

লবণ কি কেবল স্বাদ বাড়ায়?

প্রায় সবাই এই কথায় সম্মতি দেবেন যে লবণ খাবারের স্বাদ বাড়ায়। কিন্তু আপনি কি জানেন কিছুক্ষেত্রে লবণ তিক্তটা লুকানোর কাজটিও করে।

যেমন টক কিংবা তিতা কিছু খাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই লবণ ব্যবহার করেন। যেমন, আমলকী। তখন কিন্তু লবণ আমলকীর স্বাদ বাড়ায় না, বরং এতে তিতকুটে যে বিষয়টা থাকে তা কমিয়ে দেয়।

আবার পাউরুটি বানানোর সময় যদি লবণ ব্যবহার করা না হয় তবে

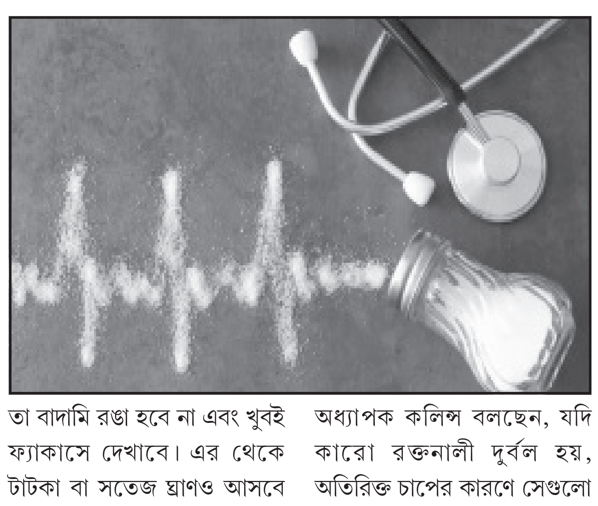

তা বাদামি রঙা হবে না এবং খুবই ফ্যাকাসে দেখাবে। এর থেকে টাটকা বা সতেজ ঘ্রাণও আসবে না।

লবণই মূলত পাউরুটির বাদামি ভাব আর ঘ্রাণ নিয়ে আসে। অর্থাৎ শুধু স্বাদই না, খাবারের চেহারা এবং ঘ্রাণেও প্রভাব রাখে লবণ।

কতটুকু লবণ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতিটি ব্যক্তির নিয়মিত পাঁচ গ্রাম লবণ গ্রহণ করা উচিত যাতে করে শরীর দুই গ্রাম সোডিয়াম পেতে পারে। বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি প্রতি লবণ গ্রহণের গড় প্রায় ১১ গ্রাম। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ হৃদরোগ, গ্যাস্ট্রিক, ক্যান্সার, অস্টিওপোরোসিস, স্থূলতা এবং কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, লবণ বেশি গ্রহণের কারণে প্রতি বছর প্রায় এক দশমিক ৯ মিলিয়ন বা ১৯ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়।

তবে শরীরের ওপর লবণের প্রভাব নির্ভর করে ব্যক্তির জিনগত বৈশিষ্ট্যের উপর।

বিশ্বব্যাপী এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনে ভুগছে। লবণ কম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লেয়ার কলিন্স বলেন, কেউ যখন খুব বেশি লবণ গ্রহণ করে, তখন তা প্রতিরোধের জন্য তার শরীর প্রথমে এটি গলিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

আর তা করতে শরীর অতিরিক্ত পরিমাণে পানি ধরে রাখে। অতিরিক্ত এই তরলকে ধরে রাখার চেষ্টা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়, যা বেশ ক্ষতিকারক হতে পারে।

অধ্যাপক কলিন্স বলছেন, যদি কারো রক্তনালী দুর্বল হয়, অতিরিক্ত চাপের কারণে সেগুলো ফেটে যেতে পারে এবং ব্যক্তি স্ট্রোক করতে পারে।

কারো জন্য কতটুকু লবণ প্রয়োজন তা নির্ভর করে ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে তার উপর।

খাবারে কতখানি লবণ আছে তা বুঝতে খাবারের ডায়েরি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ রয়েছে যা খাবারে লবণের পরিমাণ সম্পর্কে জানাতে পারে। কলিন্স বলেন, কোনো পদ্ধতিই পুরোপুরি সঠিক হয় না, তবে এগুলো ব্যক্তির জন্য সহায়ক হতে পারে।

কিছু দেশের মানুষ লবণ বেশি খায় কেন?

কিছু দেশের মানুষের লবণ বেশি খাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ তারা প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খায়। আর এ ধরনের খাবারে লবণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। আবার কিছু দেশে লবণ বেশি খাওয়া তাদের সংস্কৃতির অংশ।

কাজাখস্তানে একজন ব্যক্তি গড়ে প্রায় ১৭ গ্রাম লবণ গ্রহণ করে, যা লবণ খাওয়ার বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় প্রায় ছয় গ্রাম এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের প্রায় তিন গুণ বেশি।

কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানার বাসিন্দা মারিয়ামের বিশ্বাস ঐতিহাসিক কারণেই তারা লবণ বেশি খায়।

সেখানকার মানুষ কী খেতে পছন্দ করে এমন প্রশ্নের জবাবে মারিয়াম বলে, ‘মাংস মাংস এবং মাংস।’’

বিশেষ করে আবহাওয়ার কারণে শীতের সময় কেবল সবজি খাওয়া প্রায় অসম্ভব বলে জানান তিনি। ফলে অনেক বেশি ক্যালরি, চর্বি আর মাংস তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে।

তিনি বলেন, ‘‘শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাযাবর জীবন যাপনের সময় আমরা তৃণভূমির ওপর পায়ে হেঁটে ঘুরে বেরিয়েছি। সেসময় আমাদের সাথে প্রচুর মাংস থাকতো যা সংরক্ষণ করা যেতো কেবল লবণ দিয়ে।’’

মারিয়াম জানান, অনেক পরিবার শীতের সময়ের জন্যও লবণ সংরক্ষণ করতো।

বছরের অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত দেশটিতে অনেক ঠান্ডা পড়ে। ফলে সেখানে খাবার সংরক্ষণের জন্য এখনও প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয়। আর তা শুধু মাংসের জন্যে না, দুধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

‘‘আমাদের জন্য, লবণ শুধু মসলা না, যা খাবারে একটু বেশি স্বাদ দেয়। বরং এটি খাবার মজুত রাখার একটি উপায়,’’ বলেন মারিয়াম।

আট বছর আগে মারিয়ামের মেয়ের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসক তাকে খাবারে লবণ, চর্বি এবং চিনি কমানোর পরামর্শ দেয়।

তারপর থেকেই তাদের পরিবার খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

‘‘পরের দিন যখন আমরা আমাদের ডায়েটারি খাবার খেয়েছি তখন এর স্বাদ বেশ অদ্ভুত লেগেছে। মনে হচ্ছিল আমরা একই খাবার খাচ্ছি, কিন্তু সেটা চিনতে পারছি না।’’

তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এই খাবারের সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

লবণ খাওয়া কীভাবে কমানো যেতে পারে?

খাবারে লবণ খাওয়া কমানো সহজ নয়।

এমনকি আজও মারিয়ামের কাজাখস্তানের জাতীয় খাবার ‘বেশ বারমাক’ খেতে ইচ্ছে করে। সেদ্ধ মাংস আর পাস্তা দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

অন্যদিকে, তাদের বাবা-মা লবণ বেশি খাওয়ার কারণে কী কী বিপদ হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও খাবারে লবণ কমানোর ব্যাপারে খুব আগ্রহী নন।

ক্ষুধা লাগলে মেজাজ খারাপ লাগে কেন?

আপনি যদি অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ‘ইনসাইড আউট ২’ দেখে থাকেন, তাহলে হয়তো মূল চরিত্রটির মানসিক ও শারীরিক সমস্যাগুলো খেয়াল করেছেন। কিন্তু এমন আরও অনেক পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে আমাদের নেতিবাচক আবেগগুলো অনেক বেশি প্রকাশিত হয়, যার ফলে, অনেকেই যেমনটা বলেন ‘ভুল হয়ে থাকে’।

এমন কে আছে যে লম্বা সময় ধরে চলা কোনো মিটিংয়ের কারণে হয়তো দুপুরের খাবারের সময় পেরিয়ে গেলেও খেতে পারেনি বলে সামান্য বিষয় নিয়ে রুক্ষ আচরণ করেনি?

চলুন জেনে নেওয়া যাক শরীর আমাদের সঙ্গে কেন এভাবে খেলে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমাদের মধ্যে ক্লান্তি, বিভ্রান্তি বা রাগের মতো আবেগগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এসব কিছুর জন্য দায়ী হলো চিনি— বিশেষত গ্লুকোজ— যা আমাদের রক্তে সঞ্চালিত হয়। যখন এর মাত্রা কমে যায়, তখন আমাদের শরীর তা পুনরুদ্ধারে ধারাবাহিক কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু গ্লুকোজ ঠিক কী ভূমিকা পালন করে? এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

এই ধরনের চিনি আমাদের অঙ্গ তৈরি করা কোষের শক্তির প্রধান উৎস। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এর উপর মস্তিষ্ক প্রায় একচেটিয়াভাবে নির্ভর করে। এটা ছাড়া মস্তিষ্ক তৈরি করা ১০০ বিলিয়ন স্নায়ু কোষ নিজেদের কাজ ভালোভাবে করতে পারবে না। দুর্বল ও খিটখিটে বোধ করা, মাথা ঘোরা এবং মনোযোগে অসুবিধার মতো বিষয়গুলো দিয়ে বোঝা যায় যে মস্তিষ্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লুকোজ পাচ্ছে না। আর এই মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেলে অর্থাৎ খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য চিনি সরবরাহে ঘাটতি হলে মানুষ কোমাতেও চলে যেতে পারে।

আবেগ পরিচালনাকারী কর্টিসল কিছু লক্ষণ আছে যা রক্তে শর্করার মাত্রা ফিরিয়ে আনতে আমাদের যে খেতে হবে সেই সংকেত প্রদান করে থাকে এবং বিভিন্ন পুষ্টির গন্তব্য অর্থাৎ আমাদের শরীর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোষে পৌঁছানোর মহাসড়ক হয়ে কাজ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে বেশকিছু মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটে।

মলিকিউলার পর্যায়ে বিভিন্ন হরমোন নিঃসৃত হয়। এগুলোর একটি ঘ্রেলিন, যা পাকস্থলীর কোষ থেকে উৎপাদিত হয়ে হজমের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এই প্রাকৃতিক যৌগ ক্ষুধার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীর শক্তি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। কিন্তু আমরা কেন খাচ্ছি না সেই পরিস্থিতি না জেনেই ঘ্রেলিন সমান্তরালেই পরোক্ষভাবে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দ্বারা উৎপাদিত চাপ সৃষ্টিকারী কর্টিসলকে উদ্দীপিত করে। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে কর্টিসল গ্লুকোনোজেনেসিস নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এটি লিভারে সঞ্চিত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং প্রোটিনের ভাঙ্গন থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং দ্রুততার সঙ্গে আমাদের শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে কর্টিসলের উপস্থিতি মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে, অনেকটা পুতুলের মতো খেলায়। এটি ইতিবাচক আবেগ এবং চাপের উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত ডোপামিন এবং সেরোটোনিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রা পরিবর্তন করে। এই সম্মিলিত প্রভাবের ফলেই ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বিরক্ত বা রাগ লাগে। কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই এমন হয় না। জেব্রাফিশের আচরণ নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্ষুধার্ত বোধ করলে এই প্রাণীগুলোও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

ভারতের সংবিধানে শিল্প ও লিপিবিদ্যা

ভারতবর্ষ সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা। ইতিহাসকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। স্বাধীনতার সময় একটি সদ্য স্বাধীন দেশের ভাগ্য পরিচালনার জন্য পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সভ্যতার ইতিহাসকে একটি দূরদর্শী দলিলপত্রে চাক্ষুষভাবে প্রকাশ করাটা ছিল আরও কঠিন কাজ। কিন্তু আচার্য নন্দলাল বসু শুধুমাত্র একজন শিল্পী-ই ছিলেন না, ভারতের সংবিধানের দৃষ্টান্তগুলি কেবল একটি প্রকল্পই ছিল না। সংবিধানের দৃষ্টান্তগুলির জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে অবশেষে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় ভারতের যাত্রার ইতিহাস বর্ণনা করে।

সমস্ত চিত্রগুলি সংবিধানের শেষ পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বারোটি ঐতিহাসিক সময়কালে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে: এগুলি হল মহেঞ্জোদারো যুগ, বৈদিক যুগ, মহাকাব্য যুগ, মহাজনপদ এবং নন্দ যুগ, মৌর্য্য যুগ, গুপ্ত যুগ, মধ্যযুগ, মুসলিম আমল, ব্রিটিশ আমল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলন এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।

সংবিধান আমাদের জাতীয় প্রতীকের একটি ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হয়। নন্দলাল বসু চেয়েছিলেন যাতে প্রতীকের সিংহগুলি সঠিক গতিবিধি এবং মুখের অভিব্যক্তি এবং বয়স জুড়ে বৈচিত্র্যের সাথে আসল সিংহের মতো দেখতে লাগে। জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার দীননাথ ভার্গব, যিনি তখন কলাভবনের তরুণ ছাত্র ছিলেন, এই শিল্পকর্মটি চিত্রিত করার আগে সিংহদের অভিব্যক্তি, দেহের ভাষা এবং তাদের আচরণ উপলব্ধি করার জন্য কয়েক মাস ধরে কলকাতা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। প্রস্তাবনা পৃষ্ঠা এবং অন্যান্য অনেক পৃষ্ঠা বেওহর রামমনোহর সিনহা ডিজাইন করেছিলেন। নন্দলাল বসু কোনও পরিবর্তন ছাড়াই প্রস্তাবনার জন্য সিনহার শিল্পকর্মকটিকে সমর্থন করেছিলেন। পৃষ্ঠাটি নীচের ডানদিকে দেবনাগরী ভাষায় সিনহার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর বহন করে। প্রস্তাবনা একটি আয়তক্ষেত্রাকার সীমানা দ্বারা বেষ্টিত একটি হাতে লেখা পাঠ্য। এর সীমান্তের চার কোণে চারটি প্রাণীকে চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্রিত চারটি প্রাণী ভারতের জাতীয় প্রতীকের ভিত্তি থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা সীমানার শিল্পকর্মে কমল ফুল বিশিষ্টভাবে চিত্রিত রয়েছে।

সংবিধানের প্রতিটি অংশ একটি ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র সীমানা নকশা চিত্রিত হয়েছে। শিল্পীদের স্বাক্ষরগুলি চিত্রগুলিতে এবং পৃষ্ঠাসীমান্তের কাছাকাছি দৃশ্যমান যা প্রকল্পের সহযোগিতামূলক প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। অনেক পাতায় একাধিক স্বাক্ষর রয়েছে যা বাংলা, হিন্দি, তামিল এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে নেতাজির একটি প্রতিকৃতি রয়েছে যেখানে তিনি তাঁর সৈন্যদের ঘিরে সামরিক পোশাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। চিত্রটিতে নন্দলাল বসুর স্বাক্ষর দেখা যায় এবং পৃষ্ঠার বাম নীচের কোণে এ. পেরুমলের স্বাক্ষর দৃশ্যমান। শিল্পকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার শিল্পী হিসেবে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের গ্রামগুলি ঘুরে দেখতেন এবং সাঁওতাল বাড়ির দেয়ালগুলিকে পশু, পাখি এবং গাছপালায় ভরা প্রকৃতির থিম দিয়ে সাজাতেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নন্দলাল বসুর মতো মহান শিল্পীদের সাথে বাস করেছিলেন এবং কাজ করেছিলেন এবং স্নেহের সাথে "পেরুমালদা" নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগ, যা প্রথম তফসিলের ক অংশে রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত, সেখানে ধ্যানমগ্ন মহাবীরের একটি সমৃদ্ধ রঙিন শিল্পকর্ম দিয়ে শুরু হয় যিনি চোখ বন্ধ করে এবং হাতের তালু একে অপরের উপর বিশ্রাম নিয়ে বসে আছেন। প্রস্ফুটিত দুটি গাছ রয়েছে, মহাবীরের প্রতিটি পাশে একটি করে এবং ফ্রেমে একটি ময়ূরও দৃশ্যমান যা প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি সুরেলা সহাবস্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি মূল সংবিধানের কয়েকটি রঙিন চিত্রের মধ্যে একটি। রঙিন ব্যাখ্যায় যমুনা সেন ও নন্দলাল বসুর স্বাক্ষর রয়েছে। এই পৃষ্ঠার সীমানা নকশায় রাজনীতি নামের শিল্পীর স্বাক্ষর রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই পৃষ্ঠার চিত্রগুলিতে ভারতের দুই সাহসী সন্তান, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং গুরু গোবিন্দ সিং রয়েছেন। এই পৃষ্ঠার চিত্রগুলি করেছেন ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বর্মণ যিনি ত্রিপুরা রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। সীমানা নকশায় কৃপাল সিং শেখাওয়াতের স্বাক্ষর রয়েছে, যিনি ভারতের একজন প্রখ্যাত শিল্পী এবং মৃৎশিল্পী ছিলেন, যিনি জয়পুরের আইকনিক ব্লু মৃৎশিল্পের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পরিচিত ছিলেন। শান্তিনিকেতনের চারুকলা প্রতিষ্ঠান কলা ভবন ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে শিক্ষার্থী এবং শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল এবং এইভাবে বিভিন্ন প্রভাবকে একত্রিত করে শ্রেষ্ঠত্বের নিরলস সাধনার একটি সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছিল, তবে, শেষ পর্যন্ত, একটি অনন্য ভারতীয় শৈলী এবং শৈল্পিক দৃষ্টি আখ্যান তৈরি। এই প্রকল্পে কাজ করা অনেক শিল্পী তাদের কর্মজীবনে দুর্দান্ত উচ্চতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু এই প্রকল্পের সময় তারা শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং সহযোগী ছিলেন, তাদের শ্রদ্ধেয় "মাস্টার মশাই" নন্দলাল বসুর স্বপ্নকে জীবন্ত করে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।

সংবিধানের চিত্রগুলির অনুপ্রেরণা ভারতের বিশাল ইতিহাস, ভূদৃশ্য, পৌরাণিক পরম্পরা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নোঙ্গর করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে "ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং আদান-প্রদান" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পৃষ্ঠার চিত্রটি বাস রিলিফ ফর্ম থেকে নেওয়া একটি দৃশ্য যা ইউনেস্কো লিপিবদ্ধ বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান মহাবিলপুরমের স্মৃতিসৌধের গ্রুপের অংশ। ডিসেন্ট অফ দ্য গঙ্গা" বলতে একটি বৃহৎ, উন্মুক্ত শিলা ত্রাণ ভাস্কর্যকে বোঝায় যা পাথুরে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা গঙ্গা নদীর পৌরাণিক কাহিনীকে চিত্রিত করে। ছবিতে নন্দলাল বসুর স্বাক্ষর এবং সীমান্তের বাম নীচের কোণে যমুনা সেনের নাম দেখা যায়।

মৌলিক অধিকার নিয়ে লেখা তৃতীয় খণ্ডে রামায়ণের একটি দৃশ্য রয়েছে। এই পৃষ্ঠার সীমানায় যমুনা সেনের স্বাক্ষর রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে রাষ্ট্রনীতির নির্দেশাত্মক নীতি নিয়ে কাজ করা হয়েছে। ডান দিকের চিত্রে বাণী প্যাটেল ও নন্দলাল বসুর নাম এবং পৃষ্ঠাসীমান্তের বাম কোণে বিনায়ক শিবরাম মাসোজির নাম দেখা যায়।

সংবিধানের সপ্তম ভাগে "প্রথম তফসিলে খ ভাগের রাজ্যগুলি" সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই অংশের শুরুতে চিত্রটি সম্রাট অশোকের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে চিত্রিত করে।

তাকে একটি হাতিতে চড়তে দেখানো হয়েছে যা সমস্ত সূক্ষ্মতা দিয়ে সজ্জিত এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছেন। চিত্রটি অজন্তার শৈলীতে,

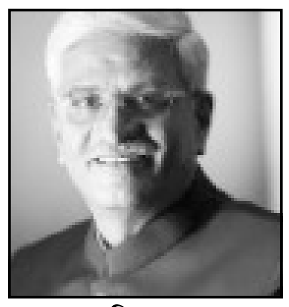

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী, ভারত সরকার

সন্ন্যাসীদের খালি বুক এবং গহনা দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। এই চিত্রটি নন্দলাল বসু করেছিলেন, যার কাজ অজন্তা ফ্রেস্কোতে পাওয়া শৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। চিত্রের নীচের বাম দিকে একটি পেরুমলের নামও দৃশ্যমান। সীমানা নকশায় বেওহর রামমনোহর সিনহার স্বাক্ষর রয়েছে, যিনি প্রস্তাবনা এবং অন্যান্য অনেক পৃষ্ঠার নকশাও করেছিলেন। এখানে তিনি হিন্দিতে রামমনোহর রূপে স্বাক্ষর করেন। এটি সংবিধানের একমাত্র পাতায় নন্দলাল বসু এবং তাঁর প্রবীণতম ছাত্র বেওহর রামমনোহর সিনহার উভয়ের নাম রয়েছে।

ভারতের সংবিধান এই কারণে অনন্য যে এটি মূলত একটি হস্তলিখিত দলিল ছিল। এটি ইংরেজিতে ক্যালিগ্রাফ করেছিলেন প্রেমবিহারী রাইজাদা এবং হিন্দিতে বসন্ত কে। রাইজাদা একটি প্রবাহিত ইটালিক শৈলী ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁর দাদুর কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফির শিল্প শিখেছিলেন। কনস্টিটিউশন হলের (বর্তমানে কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত) একটি কক্ষে কাজ করে তিনি ছয় মাস ধরে দলিলটি প্রস্তুত করেন। লেখার সময় তিনি শত শত কলমের নিব ব্যবহার করেছেন। ভারতের সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণের ক্যালিগ্রাফার প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদার (প্রেম) স্বাক্ষর নথির প্রতিটি পৃষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় গুরুত্বের এই প্রকল্পটি গ্রহণ করার জন্য এটিই ছিল তাঁর একমাত্র অনুরোধ।

ভারতীয় সংবিধানের শিল্পটি সমকালীন ভারতের ইতিহাসকে চিহ্নিত করে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক, আঞ্চলিক এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যপট এবং প্রভাবগুলির প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি দলিল। এটি এমন একটি জাতির বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে যা তার প্রাচীন অতীতকে স্বীকার করে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র উদযাপন করে।

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব- ৬ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত মন্ডপমে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও আর্থিক বিকাশের উদযাপন

নয়া দিল্লি, ৫ ই আগস্ট ২০২৪ উত্তর-পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি বহু শতাব্দী প্রাচীন, ঐতিহ্যময় ও বহু ভাষা-ভাষির সমৃদ্ধ লোককাহিনী এবং অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় মোড়া একটি প্রাণবন্ত আবরণ। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল এমন একটি অঞ্চল যা প্রাচীন রীতিনীতি এবং আধুনিক অগ্রগতির এক অসাধারণ মেলবন্ধন , যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রতিটি রাজ্যের নিজস্বতা রয়েছে, প্রতিটি গোষ্ঠির স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। আসামের ঘন সবুজ চা বাগান থেকে শুরু করে মিজোরামের ঘূর্ণায়মান পাহাড়, মণিপুরের প্রাচীন নদী থেকে শুরু করে নাগাল্যান্ডের প্রাণবন্ত উৎসব পর্যন্ত সর্বত্র। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমন একটি ভূমি যা জীবন শৈলি, নান্দনিক শিল্পকলা এবং ঐতিহ্য ও পরম্পরার এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করে যা সবাইকে সবসময়ই আলোড়িত করে আসছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসাধারণ এই সংস্কৃতির ঝলক দেখতে পাওয়া যাবে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মন্ডপমে। ভারত মন্ডপমে উদযাপন হতে চলছে প্রথমবারের মতো, অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব। আগামী ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে উদযাপিত হবে অষ্টলক্ষ্মী মহোতসব। উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্য আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং সিকিমের সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির ঝলক প্রদর্শনের লক্ষ্যে এই মহা উৎসবের আয়োজন। অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী । "অষ্টলক্ষ্মী" নামে পরিচিত, এই রাজ্যগুলি দেবী লক্ষ্মীর দ্বারা মূর্ত সমৃদ্ধির আটটি রূপের প্রতিনিধিত্ব করে: সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, পবিত্রতা, সম্পদ, জ্ঞান, কর্তব্য, চাষাবাদ এবং পশুপালন।

এই রাজ্যসমূহের প্রতিটি তার নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলে ধরবে এই মহোৎসবে, এবং তা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৃহত্তর অঙ্গনে অবশ্যই অবদান রাখবে। অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব এই অঞ্চলের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, শিল্প, কারুশিল্প, সঙ্গীত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি সুযোগ এনে দেবে যা গোটা বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এই উৎসব কেবল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উপস্থাপনার সুযোগই এনে দেবে তাই নয় , ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাও তৈরি করবে।

উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

প্রথমবারের মতো অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাণবন্ত টেক্সটাইল সেক্টর, পর্যটনের সুযোগ, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং স্বতন্ত্র ভৌগোলিক নির্দেশক জি আই ট্যাগযুক্ত পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি গতিশীল মঞ্চের ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে ভারতের উন্নয়নে কৌশলগত গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এই মহোৎসব এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পদের কান্ডারি হিসাবে কাজ করবে। উতবটি একটি বার্ষিক ইভেন্ট হিসাবে ধারণা করা হয়েছে যা এই অঞ্চলের বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে তুলে ধরবে।

মহোৎসবে উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং তার ক্রম:পরিবর্তনীয় প্রভাবের তাৎপর্য কী হবে সেই বিবেচনায় জোর দেওয়া হবে। এই অঞ্চলের উন্নত যোগাযোগ, শিল্প বিকাশ এবং পরিবহন, শক্তি এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর মতো খাতগুলিতে অব্যাহত উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভারতের প্রবৃদ্ধিতে তার কৌশলগত ভূমিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য নতুন সুযোগ এনে দেবে।

মহোৎসবের মাসকট: পূরবী

অনুষ্ঠানে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের মাসকট পূরবীকে পরিচয় করবে। ঐক্য ও বৈচিত্র্যের প্রতীক পূরবী এই অঞ্চলের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করবে।

মহোৎসবের বিশেষ দিক:

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তুলে ধরা হবে। ২৫০ জনেরও বেশি কারিগর ৩৪টি জিআই-ট্যাগযুক্ত পণ্য সহ অনন্য হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত এবং কৃষি-উদ্যানজাত ফসলের পণ্য প্রদর্শন করবেন।

উৎসবের অন্তর্গত কারিগরি অধিবেশনে নারী নেতৃত্ব, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা করা হবে। হস্তশিল্প, কৃষি এবং পর্যটনের মতো খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারনে ক্রেতা- বিক্রেতার গোলটেবিল বৈঠকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার সন্ধান করা হবে। ডিজাইন কনক্লেভ এবং ফ্যাশন শোতে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক ফ্যাশনের মিশ্রণ ঘটবে। অষ্টলক্ষ্মী গ্রামীণ হাট একটি ঐতিহ্যবাহী বাজারের পরিবেশ পুনরায় তৈরি করবে এবং অষ্টলক্ষ্মী সিম্ফনি, শিলং চেম্বার কোয়ার এবং ঐতিহ্যবাহী নৃত্য সহ প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করবে বলে আশা করা, হচ্ছে।

উৎসবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে পাংপারি ব্যান্ড, সোফিয়াম, প্রসাদ বিদাপার ফ্যাশন শো এবং প্রাণবন্ত বাসাভ, ফেদারহেডস হাওকুই এবং তাই খমাতি নৃত্য এর পারফরম্যান্স।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ

"অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব" উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিবর্তনশীল যাত্রার এক ঝলক তুলে ধরে প্রগতি ও ঐতিহ্য উভয়ের নির্যাসকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হবে। এই অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নেই কাজ অব্যাহত রয়েছে, একইসাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিনিয়োগের সুযোগের একটি বিশ্বমঞ্চ তৈরি হয়েছে। বিকাশের বেশ কয়েকটি মূল ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে, যার প্রত্যেকটিই এই অঞ্চলের ভবিষ্যত নির্মানে বিরাট আশা জাগাচ্ছে।

এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে:

পরিকাঠামো উন্নয়ন: রাস্তা, সেতু এবং রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।

তাঁত ও হস্তশিল্প:

তাঁত ও হস্তশিল্প খাতে বিনিয়োগ ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রচার প্রসার করতে পারে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং রফতানি বাড়াতে পারে।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প:

উর্বর সমভূমি এবং ঐতিহ্য মন্ডিত একটি শক্তিশালী জৈব চাষের ক্ষেত্র থাকায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হিমঘর এবং কৃষিভিত্তিক উদ্যোগে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

পর্যটন ও আতিথেয়তা: উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইকো-ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম এবং আতিথেয়তা পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সুযোগের হাতছানি দেয়।

আইটি এবং আইটিইএস:

এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আইটি শিল্প, তার উচ্চ সাক্ষরতার হার এবং ইংরেজিভাষী জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইটি কোম্পানি এবং স্টার্টআপগুলির জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসাবে পরিণত হয়েছে।

তেল আবিষ্কার ও রেলপথের উত্তরাধিকার:

১৯ শতকের শেষের দিকে আসামে তেলকূপের সন্ধান পাওয়ার ফলে ডিগবোয়ে ভারতের প্রথম তেল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা এবং এই অঞ্চলের প্রথম রেলপথ নির্মাণ করা হয়।

এই সমস্ত উন্নয়নের রেখাচিত্র শিল্প বিকাশকে, উন্নত যোগাযোগকে যেমন উতাহিত করে তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতকে একটি মূল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরার দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব:

উত্তর-পূর্ব ভারতের কৌশলগত অবস্থান, সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উন্নত পরিকাঠামো এই অঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বড় পরিকাঠামোগত উদ্যোগ অব্যাহত থাকায়, এই অঞ্চলটি ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম খেলোয়াড় হয়ে উঠার সামর্থ্য রাখে। বাণিজ্য, পর্যটন ও শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব এই অঞ্চলের অগ্রগতি প্রদর্শন, তার সাংস্কৃতিক সম্পদ উদযাপন এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য নতুন বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য একটি প্রয়োজনীয় ইভেন্ট।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্য উদযাপনের পাশাপাশি ক্রমাগত বৃদ্ধি ও উন্নয়নে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এই প্রাণবন্ত অগ্রগতি প্রদর্শনের জন্য মহোৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসাবে কাজ করবে।

উপসংহার :- সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, আঞ্চলিক পাওয়ার হাউস হিসাবে গড়ে ওঠার উত্তর-পূর্ব ভারতের ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতির ঝলক দিচ্ছে মাত্র। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উৎসবটি ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নে স্থায়ী প্রভাব ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয়। অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব এইভাবে একটি বড় লক্ষ্য হিসাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের দ্বিমুখী চরিত্র নিয়ে মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের দ্বিমুখী চরিত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "বাংলাদেশের নৃশংস হিন্দু নির্যাতন এখন সারা পৃথিবীর মানুষ জেনে যাওয়ায় সেখানকার জেহাদিরা একটু সমস্যায় পড়েছে। তাই তারা এর প্রতিবাদে পরিত্রাহি চ্যাঁচাচ্ছে। এমনকি কিছু হিন্দুকে ধরে তাদের দিয়ে জোর করে ভারতবিরোধী স্লোগানও দেওয়াচ্ছে।

কিন্তু আদালতের আইনজীবীরা স্লোগান দিচ্ছে যে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর হয়ে কোনও আইনজীবী দাঁড়ালে তাকে মারধর করবে এরকম ঘটনা কখনো শুনেছেন?"

অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির তুলনা করে বিলাপ তথাগতর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির তুলনা করে বিলাপ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "অসম বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সাহসী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অসমে প্রকাশ্যে গরুর মাংস খাওয়া বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি-র দিকনির্দেশহীন, নেতৃত্বহীন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের একটি অংশ হওয়ার পথে। তার বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!"

পুষ্পা ২" ছবির প্রিমিয়ারে হুড়োহুড়ি; পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক মহিলার, আহত শিশু

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে মুক্তি পেয়েছে আল্লু অর্জুন অভিনীত বহু প্রতিক্ষিত ছবি "পুষ্পা ২ দ্য রুল। রিলিজের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ বুধবার হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে বসেছিল ছবির প্রিমিয়ার। এই প্রিমিয়ারে হাজির ছিলেন খোদ আল্লু অর্জুন। প্রিয় তারকাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে চড়তে থাকে উন্মাদনার পারদ।

ভিড় সামলানো কার্যত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর এই ভিড়ের মধ্যেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত হয়েছে ওই মহিলার শিশু। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সে। পুলিশ জানিয়েছে, ভিড়ের কারণে ভেঙে পড়ে থিয়েটার হলের গেট। উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

প্রয়াত বিশিষ্ট অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক, শোকস্তব্ধ গুণমুগ্ধজনেরা

বীরভূম, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশ্বভারতীর ভারতবিদ্যা চর্চার বিশিষ্ট অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক প্রয়াত। বুধবার রাত দশটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশিষ্ট অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠকের বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর ইন্দো-তিব্বতিয়ান বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ২০০৭ সালে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও। বিশ্বভারতীতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। সুনীতিকুমারের মৃত্যুতে যে শূন্যতা ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হল, তা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়। এমনটাই মনে করছেন শান্তিনিকেতনে তাঁর গুণমুগ্ধজনেরা।

শিন্ডে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): একনাথ শিন্ডেকে তীব্র কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনি দাবি করেছেন, শিন্ডে যুগের অবসান হয়েছে, তা মাত্র দুই বছরের জন্য ছিল। একনাথ শিন্ডে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'শিন্ডের ব্যবহার এখন শেষ, তাঁকে একপাশে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিন্ডে আর কখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। এমনকি তাঁরা শিন্ডের দলকেও ভাঙতে পারে, রাজনীতিতে এটা সবসময়ই বিজেপির উদ্দেশ্য।'

সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, 'এখন মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁরা ১৫ দিনের জন্য সরকার গঠন করতে পারেনি - এর অর্থ হল তাদের দল অথবা মহাযুতির মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। তাঁরা মহারাষ্ট্র অথবা দেশের স্বার্থে কাজ করছে না। তাঁরা নিজেদের স্বার্থপরতা থেকে একত্রিত হয়েছে।'

কেবল চুরি! ব্যাহত দিল্লির মেট্রো পরিষেবা, ব্যস্ত সময়ে ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বিঘ্নিত দিল্লির মেট্রো পরিষেবা। মূলত দিল্লি মেট্রোর ব্লু লাইনে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। মোতি নগর ও কীর্তি নগরের মাঝে থাকা মেট্রোর কেবল চুরি করে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেই কারণেই ব্লু লাইনে মেট্রো চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দিল্লির মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। ধীর গতিতে চলেছে কিছু মেট্রো। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তদন্ত শুরু হয়েছে।

শুক্রবার ক্রিকেটার বুমরাহর জন্মদিন

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার জসপ্রীত জসবীর সিং বুমরাহর শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) জন্ম গুজরাতের আহমেদাবাদে উ ঘরোয়া ক্রিকেটে গুজরাত ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পক্ষে খেলছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

তিনি জানুয়ারি, ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের সদস্য মনোনীত হন। আঘাতপ্রাপ্ত ভুবনেশ্বর কুমারের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলার জন্য তাঁর সুযোগ আসে। ২০---২০ আন্তর্জাতিক এবং একদিনের আন্তর্জাতিক দুটিতেই তাঁর অভিষেক হয় এই সফরে। ২৩ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একদিনের আন্তর্জাতিকে তিনি প্রথম খেলতে নামেন।

তিনি এশিয়ার প্রথম বোলার, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় এক ক্যালেন্ডার বর্ষে এক ইনিংসে ৫টি উইকেট

আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নতুন পরিচয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে অযোধ্যা যোগী আদিত্যনাথ

অযোধ্যা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নতুন পরিচয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে অযোধ্যা। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার ৪৩-তম রামায়ণ মেলার উদ্বোধন করার পর যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মনে রাখবেন কীভাবে এই বছরের জানুয়ারিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায়, ভগবান রাম ৫০০ বছর পর আবার মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যে ভগবান রাম এবং মাতা জানকীকে সম্মান করে না, তারা আপনার কাছে যতই প্রিয় হোক না কেন, তাকে শত্রুর মতো ত্যাগ করা উচিত। সেই কারণেই রাম ভক্তরা ১৯৯০ সালে স্লোগান দিয়েছিলেন, "জো রাম কা নাহি হুমারে কিসি কাম কা নাহি"।'

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, বর্তমান রাজনীতিতে একজন সত্যিকারের সমাজবাদী, যিনি সম্পত্তি ও সন্তানের আসক্তি থেকে মুক্ত। যাইহোক, এখনকার সমাজবাদীগুলি পরিবারবাদী হয়ে গেছে। অপরাধী ও গুন্ডাদের রক্ষা না করলে, তাদের অবস্থা জল ছাড়া সংগ্রাম করা মাছের মতো হয়ে যায়। তারা লোহিয়ার নামে রাজনীতি করে, কিন্তু তাঁর একটি আদর্শও গ্রহণ করতে পারে না।

কোড অফ কন্ডাক্ট লঙ্ঘনের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই খেলোয়াড় বড় জরিমানার সম্মুখীন

দুবাই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় জেডেন সিলস এবং কেভিন সিনক্লেয়ারকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলোয়াড়দের আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে আইসিসি বড় ধরনের জরিমানা করেছে। জেডেন সিলসকে তাঁর ম্যাচ ফি এর ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও, জেডেন সিলসের শাস্তিমূলক রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কেভিন সিনক্লেয়ারকে তাঁর ম্যাচ ফি এর ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে উ আইসিসি কোড অফ কন্ডাক্ট ফর প্লেয়ার এবং প্লেয়ার সাপোর্ট পার্সোনেলের ধারা ২.৪ লঙ্ঘন করার জন্য, যা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালীন একজন আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য করা সম্পর্কিত।'

শোভাবাজারের ফুটপাথে সাত মাসের শিশুকে যৌন নিগ্রহ করা ভবঘুরে গ্রেফতার

ঝাড়গ্রাম, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শোভাবাজারের ফুটপাথে সাত মাসের শিশুকে যৌন নিগ্রহ করা ভবঘুরে গ্রেফতার হল। বুধবার রাতে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। হাঁটার ধরণ ধরিয়ে দিল অপরাধীকে।

ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর বড়তলা থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তে নামে। দেখা যায়, ভবঘুরে একজনকে চিহ্নিত করা হয়। যে একটু পা টেনে টেনে হাঁটত। তার ছবি রাজ্যের সমস্ত থানায় পাঠানো হয়। জানানো হয় কুকীর্তির কথা।জেলায়-জেলায় শুরু হয় খোঁজ।

পুলিশ সূত্রে খবর অভিযুক্তর নাম রাজীব ঘোষ ওরফে গোবরা। বয়স ৩৪ বছর। কলকাতায় কুকীর্তি ঘটিয়ে গোপীবল্লভপুরের এক হোটেলে বাসন ধোওয়ামোছার চাকরি নিয়েছিল। অবশেষে গোপীবল্লভপুর থানা থেকে খবর আসে। দিন কয়েক আগে পায়ে খুঁত আছে এমন একজন একটি হোটেলে চাকরি নিয়েছে। যৌন নিগ্রহের তারিখের সঙ্গে তার কাজে যোগ দেওয়ার তারিখেও সামঞ্জস্য আছে।

ছবি পাঠানো হয়। দেখা যায়, কলকাতার অভিযুক্তই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। এর পর অভিযান চালিয়ে রাজীবকে গ্রেফতার করা হয়।

"রাইজিং রাজস্থান"-এ প্রদর্শিত হবে রাজ্যের প্রসিদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা রাইজিং রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিটকে সফল করতে ১০ দিন যাবৎ প্রতিদিন একটি করে নতুন রেজোলিউশন নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে সপ্তম রেজোলিউশন নিয়েছেন। তিনি বলেন যে, রাইজিং রাজস্থান সামিটে রাজ্যের প্রসিদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি প্রদর্শন করা হবে।

ভজন লাল শর্মা বলেন, রাইজিং রাজস্থান সামিটে রাজ্যের প্রসিদ্ধ শিল্পকলা এবং গৌরবময় সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে।

এতে একদিকে যেমন অনুষ্ঠানের গরিমা বাড়বে, তেমনই জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজস্থানের শিল্প-সংস্কৃতির জনপ্রিয়তাও বাড়বে।

এমবাপের আবারও পেনাল্টি মিস, মাদ্রিদের হার

মাদ্রিদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গত সপ্তাহের রিপ্লে। গত সপ্তাহে লিভারপুলের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেছিলেন এমবাপে, বুধবার আরও একটি পেনাল্টি মিস করলেন এমবাপে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ে ম্যাচে। আর এই ভুলের খেসারত দিয়ে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের কাছে হারল রিয়াল মাদ্রিদ।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, ৮০০ পয়েন্টের বেশি উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : লক্ষ্মীবারে শেয়ার বাজারে দেখা গেল রকেট গতি। ৮০০ পয়েন্টের বেশি উঠল সেনসেক্স। অন্যদিকে নিফটির সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৫০ পয়েন্ট। ডিসেম্বরে এই নিয়ে টানা পাঁচ দিন ঊর্ধমুখী রইল বাজার। বেজায় খুশি লগ্নিকারীরা।

বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) বন্ধ হলে দেখা যায় ৮১,৭৬৫.৮৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেনসেক্স। ৮০৯.৫৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এই সূচক। অর্থাৎ, এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সেনসেক্স। এ দিন সকালে বাজার খোলার সময়ে ৮১,১৮২.৭৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল সেনসেক্স। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮২,৩১৭.৭৪ পয়েন্ট ঊর্ধমুখী হয় বিএসই। অন্যদিকে এদিন দিনের শেষে ২৪,৭০৮.৪০ পয়েন্টে গিয়ে থেমেছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) সূচক নিফটি ৫০। এতে ২৪০.৯৫ পয়েন্টের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। শতাংশের নিরিখে যা ০.৯৮। উল্লেখ্য, এদিন ২৪,৫৩৯.১৫ পয়েন্টে খুলেছিল এনএসই। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪,৮৫৭.৭৫ পয়েন্ট উঠেছিল নিফটির সূচক। সব মিলিয়ে দর বেড়েছে ২,০৫০টি স্টকের। আবার ১,৭৫৮টি শেয়ারের দাম পড়ে গিয়েছে। ১১৩টি স্টক অপরিবর্তিত রয়েছে।

এদিন লেনদেন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টি বাজারের সূচক বেশ কিছুটা নেমে যায়। কিন্তু বেলা ১২টার পর থেকে উপরের দিকে ছুটতে শুরু করে সেনসেক্স এবং নিফটি। দুপুর ৩টে নাগাদ দু'টি বাজারের লেখচিত্রেই পতন দেখা গিয়েছে। একদম শেষে ফের সূচক ঊর্ধমুখী হয়। শেষ বেলায় সূচক না নামলে সেনসেক্স ৮২ হাজার এবং নিফটি ২৫ হাজার ছাড়িয়ে যেত বলে জানিয়েছে অধিকাংশ ব্রোকারেজ ফার্ম।

এদিন নিফটিতে টিসিএস, ইনফোসিস, টাইটান, ট্রেন্ট এবং ডাঃ রেড্ডিসল্যাবের শেয়ারে লগ্নিকারীরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন। আবার লোকসানের মুখ দেখতে হয়েছে এসবিআই লাইফ ইনশিয়োরেন্স বজাজ অটো, এইচডিএফসি লাইফ, এনটিপিসি এবং গ্রেসিম ইন্ডাস্ট্রিজের স্টকে বিনিয়োগকারীদের। বিএসইতি ছোট এবং মাঝারি পুঁজির সংস্থাগুলির সূচক সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

অসম মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি, নতুন চারজনের নাম প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর, শপথ ৭ ডিসেম্বর, পদত্যাগ মন্ত্রী সঞ্জয়ের

গুয়াহাটি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম মন্ত্রিসভায় নতুন চার সদস্যের নাম প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁরা উজান অসমের অন্তর্গত ডিব্রুগড়ের বিধয়ক প্রশান্ত ফুকন, ডুমডুমার বিধায়ক রূপেশ গোয়ালা, বরাক উপত্যকার শ্রীভূমি জেলাধীন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষেন্দু পাল এবং কাছাড় জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুরের কৌশিক রাই।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.১০-এ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে তাঁর মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন।

যাঁদের মন্ত্রী করা হবে তাঁরা ডিব্রুগড় আসনে চারবারের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, শ্রীভূমি জেলান্তর্গত পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষেন্দু পাল, কাছাড় জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুরে বিধায়ক কৌশিক রাই এবং তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ডুমডুমার বিধায়ক রূপেশ গোয়ালা।

এদিকে আজই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন সঞ্জয় কিষাণ। তাঁর জায়গায় চা জনগোষ্ঠী থেকে রূপেশ গোয়ালাকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

আগামী ৭ ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রীরা শপথগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, অসমে মুখ্যমন্ত্রী সহ মোট ১৮ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে মন্ত্রীর সংখ্যা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাছাড় জেলান্তর্গত ধলাই-এর বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য বরাক উপত্যকার একমাত্র মন্ত্রী ছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি শিলচর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় বরাক উপত্যকা মন্ত্রীশূন্য হয়ে পড়েছিল। এবার একের স্থানে দুজনকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ন্যূনতম ৩ কিলোমিটার এলাকায় একটি করে পোস্ট অফিস স্থাপনের লক্ষ্য সরকারের : চন্দ্রশেখর পেমমাসানি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ন্যূনতম ৩ কিলোমিটার এলাকায় একটি করে পোস্ট অফিস স্থাপন করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেমমাসানি বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এমনটাই জানান। তিনি বলেন, বিগত ১০ বছরে দশ হাজার পাঁচশোটিরও বেশি নতুন পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই গ্রামীণ এলাকায়।

তিনি জানান, এগুলির মধ্যে পাঁচ হাজারের বেশি বাম উগ্রপন্থী এলাকায় অবস্থিত। ডাক বিভাগে গত পাঁচ বছরে কর্মী ছাঁটাই করা হয়নি বলেও চন্দ্রশেখর পেমমাসানি স্পষ্ট জানিয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে সারাদেশে এক লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি ডাকঘরে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কর্মী কাজ করছে।

চিনে ভূমিধস, নিখোঁজ ১৩ শ্রমিক

বেজিং, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): চিনের একটি শহরে ভূমিধসের ঘটনায় ১৩ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন। দক্ষিণ চিনের গুয়াংডং প্রদেশের শেনজেনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, রাত বুধবার ১১টার দিকে শেনঝেনের একটি রেল প্রকল্পের নির্মাণস্থলে একটি অংশের মাটিতে হঠাৎ ধস নামে। এই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হয়েছেন ১৩ জন। এঁরা সবাই শ্রমিক।

সেদেশের জরুরি ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সূত্রে জানা যাচ্ছে, শেনঝেন-জিয়াংমেন রেলপথের একটি অংশের নির্মাণস্থলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। আশেপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বাওআন জেলা জরুরি ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার রাত ১১টার দিকে শেনজেন-জিয়াংমেন রেলওয়ে নির্মাণস্থলে একটি অংশের নিচের মাটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। তাতেই এই দুর্ঘটনা।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার—সহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার—সহ এক যুবককে আটক করেছে খড়িবাড়ি থানা পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তের নাম খগেন রাই। তিনি খড়িবাড়ির বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিটাঙ্কির গৌর সিং এস্টেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহের ভিত্তিতে এক যুবককে আটক করে। ওই যুবককে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ১২ বোতল কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এরপরই এনডিপিএস আইনে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

বেআইনি গ্যাস কারখানায় পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়াবহ পরিবেশ আমডাঙায়

বারাসত, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ পরিবেশ উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুদিন ধরে বেআইনিভাবে গ্যাসের কারখানা চলছিল এলাকায়। সেখানেই আচমকা সিলিন্ডার ফেটে যায়। পর পর সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠেন এলাকাবাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি সিলিন্ডার ফেটে সেটির অর্ধেকাংশ কার্যত উড়ে গিয়ে পড়ে পাশের বাড়িতে। তার পরই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ।

জানা গেছে, এদিন দুপুরে আমডাঙার উলুডাঙা এলাকায় বেআইনি গ্যাস কারখানায় পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে থাকে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আশপাশের বাড়িতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের পর আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে মাঠে আশ্রয় নেন এলাকাবাসী। ঘটনার প্রায় আধঘন্টা পরও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। পরে অবশ্য দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ও আমডাঙা থানার পুলিশ পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তবে জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাইকিং করে সকলকে সতর্ক করে পুলিশ। ফলে যানজট তৈরি হয়। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্কে এলাকাবাসীরা।

অপরিসীম অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মডেল নিয়ে এই বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ও বিকাশে বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। ডিজিটাল ইন্ডিয়া- ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে ভারতকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ও উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মৌসুমী সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিকাশ নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পীরাণী দাস ও উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকার। জেলাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৬১টি মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। শুক্রবার এই মেলার সমাপ্তি হবে।

হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠান মঞ্চে কৃষিমন্ত্রী ৫ জন কৃষককের হাতে জলসেচের জন্য জলের মোটর তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানুপ্রতাপ লোধ।

সোনা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

জওয়ানরা। পাচারকারীদের পাকড়াও করার চেষ্টা করলে তারা আসাম সংলগ্ন ভূখণ্ডে গভীর জঙ্গলের সাহায্যে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। যদিও সীমান্ত এলাকা থেকে ২.১৮০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। পাচারকৃত এই স্বর্ণ বার, বিস্কুটের রূপে ছিল। তার বাজার মূল্য ১.৭১ কোটি টাকা। বিএসএফ জওয়ানরা এই স্বর্ণগুলি পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য কাস্টমের হাতে তুলে দিয়েছে।

আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছে বিএসএফ সদর দপ্তর।

কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর একটি গাছের অবদান ও গুরুত্ব যে কতটুকু তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষায় রাখে না। শুধুমাত্র জমকালো অনুষ্ঠান করে গাছ লাগালেই দায়িত্ব সেরে যায় না। গাছকে বাঁচিয়ে রাখা ও যত্ন নেওয়াও ততটুকুই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সঞ্জয়বাবু ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গাছ তুলে দিয়ে ঘোষানা করেন দুমাস পর যাদের গাছ সযত্নে বেঁচে থাকবে তাদেরকে উনার ব্যক্তিগত তরফ থেকে একটি উপহার প্রদান করা হবে। পাশাপাশি অকারণে গাছ না কাটার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রাখেন।

শনিবার শ্রীভূমিতে আর্মড ফোর্সেস ফ্ল্যাগ ডে

শ্রীভূমি (অসম) ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে শ্রীভূমি জেলায়ও ৭ ডিসেম্বর, শনিবার আর্মড ফোর্সেস ফ্ল্যাগ ডে উদযাপন করা হবে। এতে শ্রীভূমির জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক জানিয়েছেন যে শনিবার সকাল ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে আর্মড ফোর্সেস ফ্ল্যাগ ডে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সব বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের তথা অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের উপস্থিত থাকতে জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক অনুরোধ জানিয়েছেন।

শ্রীভূমিতে স্বাস্থ সেবা উৎসব সমাপ্ত : ৪৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন সম্পন্ন

শ্রীভূমি (অসম) ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম সরকারের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত স্বাস্থ্য সেবা উৎসব বৃহস্পতিবার শ্রীভূমিতে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এই উৎসবের সময় ৪৬টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে পরিষেবার মান, পরিকাঠামো এবং সেবা প্রদানের সামগ্রিক কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ সেবা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি চিহ্নিত করা, মান অনুযায়ী সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান এবং রোগীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা। এই উৎসব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেরা পদ্ধতি ভাগ করে নেওয়ার একটি সুযোগও সৃষ্টি করে।এই মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নেন শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১৮ জন ডাক্তার, জেলা প্রশাসনের ২৬ জন আধিকারিক, এবং অসম সরকারের মনোনীত ৯ জন মূল্যায়ক। তারা রোগী সেবা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কর্মীদের কার্যক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রাপ্যতা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক পর্যবেক্ষণ করেন। ডা. সুমনা নাইডিং, যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক, শ্রীভূমি, বলেন, 'স্বাস্থ সেবা উৎসব আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেছে। এর ফলাফল আমাদের পরিষেবার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে এবং মানুষকে আরও ভাল সেবা দেওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।' এই উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা আরও উন্নত করার জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করতে সহায়ক হবে এবং সকলের জন্য উন্নত ও মানসম্পন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

শ্রীভূমি জেলার ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা প্রদানের দরখাস্ত আহ্বান

শ্রীভূমি (অসম) ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের উৎপাদনকে উপযুক্ত যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা প্রদান করতে শ্রীভূমি জেলা শিল্প ও বানিজ্য কেন্দ্র থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এতে যেসব ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী ইতিমধ্যে 'টি বোর্ড' থেকে সুবিধা গ্রহণ করছেন তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এতে জেলার যোগ্য ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী ও আত্মসহায়ক গোষ্ঠী, সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের সাদা কাগজে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে শ্রীভূমি জেলা শিল্প ও বানিজ্য কেন্দ্রে দরখাস্ত জমা দিতে জেনারেল ম্যানেজার আহ্বান জানিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণ শ্রীভূমি জেলা শিল্প ও বানিজ্য কেন্দ্র কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

করলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছে। আমি প্রস্তাবিত ভবনের কাঠামো ও নকশা খতিয়ে দেখেছি। এতে কিছুটা পরিবর্তন হয়তো করা হবে। আর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরা ভবন স্থাপিত হলে ত্রিপুরার মানুষ খুবই উপকৃত হবেন। এদিন প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। জমিটি ঘুরে দেখে সন্তোষ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জিবি হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে। যেমন বহিরাজ্যে কয়েলিং করতে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়, স্ট্যান্টিং করতে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা খরচ হয়, আই ভি আই জি দিতে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা খরচ হয়। অথচ এখানে বিনামূল্যে সেসব করা যাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ নাথ সাম্প্রতিককালে প্রিয়া দাস নামে ১৮ বছরের এক বিবাহিত মহিলার জীবন বাঁচানোর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন খুব সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেও তাকে কখনো অবহেলা করতে নেই। যথাসময়ে চিকিৎসকের কাছে আসা উচিত। এই প্রিয়া দাসের শুধুমাত্র মাথা ঘুরাতো এবং তিনি চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে কোয়াকের কাছে গেছেন এবং ছয় মাস সময় দেরি করে তিনি হাসপাতালে আসেন।

সেখানে সিটিস্ক্যান করে এবং এনজিওগ্রাফি করে দেখা যায় তার যে রোগটা হয়েছে তার নাম হচ্ছে "অ্যানিউরিজম" এবং তার ফলে মস্তিষ্কে ব্লাড ভেসেলগুলি বেলুনের মত ফুলে গিয়ে, সেগুলি ফেটে গেলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে কয়েলিং করে বাঁচানো সম্ভবপর হয়। ডাঃ আবির লাল নাথ জানান যে এই বিষয়গুলি যদি মানুষ সঠিক সময় জানতে না পারে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে না আসে তাহলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

তিনি আরও একটি ঘটনা তুলে ধরেন সেটা হল দিলীপ কর্মকার নামে এক ব্যক্তি যিনি গত ৩০ বছর যাবৎ ঘন ঘন ধূমপান করতেন এবং এর ফলে তার একটি আর্টারি বন্ধ হয়ে যায়। অপর আর্টারিটিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাই জিবিপি হাসপাতালে জরুরী ভিত্তিতে তার ব্রেনে স্ট্যান্ট বসানো হয়।

চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে গেলে সেক্ষেত্রেও চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাশাপাশি স্নায়ু রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। অপটিক নিউরাইটিস হলে সেক্ষেত্রে ভিসুয়াল ইভোকড পোটেনশিয়াল (ভিইপি) টেস্টের মাধ্যমে চিকিৎসার সুফল লাভ করা যায়।

নিউরোসার্জারি হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট ডাঃ সিদ্দা রেড্ডি জানান ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে এ যাবৎ প্রায় ১৭০০ মেজর অপারেশন তিনি করেছেন, তার মধ্যে স্পাইনাল সার্জারিও রয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে আরও কিছু পরিষেবা এখানে চালু হবে যার ফলে ভবিষ্যতে নিউরো রোগীদের ক্ষেত্রে রেফারেল প্রবণতা কমে যাবে। নিউরোসার্জারিতে এখন ডাঃ সিদ্দা রেডি সহ তিন জন সার্জন রয়েছেন। এদিকে জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে জানান খুব শীঘ্রই আইসিইউ পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হবে। মেডিসিনে আই সি ইউ তে ছয়টা শয্যা বাড়ানো হবে, মেডিসিনের আরো আটটা শয্যা সেখানে যুক্ত হবে, সবমিলিয়ে ১৬ টি আই সি ইউ শয্যা বেড়ে যাবে ডিসেম্বর মাসে। যার ফলে রোগীদের অনেক সুবিধা হবে। এছাড়া তিনি সাংবাদিকদের অপর প্রশ্নের জবাবে জানান স্ত্রী ও প্রসূতি, এবং মেডিসিন বিভাগের সম্প্রসারণের চিন্তাভাবনা রয়েছে। মেডিসিন এর ক্ষেত্রে একটি আলাদা ব্লক করার চিন্তাভাবনা চলছে। সব মিলিয়ে জিবিপি হাসপাতাল জনগণের আস্থা অর্জন করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিউরোলজি ডাঃ আবীর লাল নাথ, নিউরো সার্জারি হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট ডাঃ সিদ্দা রেড্ডি, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ অভিজিৎ সরকার প্রমুখ।

ভারত গৌরব বিশেষ পর্যটন ট্রেন চালু : মহাকুম্ভ পূণ্য ক্ষেত্র যাত্রার সূচনা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর(হি.স.) : ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর পূর্বাঞ্চল শাখা কলকাতা থেকে শুরু করছে এক বিশেষ পর্যটন ট্রেন পরিষেবা। 'ভারত গৌরব বিশেষ পর্যটন ট্রেন - মহাকুম্ভ পূণ্য ক্ষেত্র যাত্রা' নামক এই যাত্রার সূচনা হবে ২০২৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ৬ রাত এবং ৭ দিনের এই তীর্থ ও ঐতিহ্যবাহী ভ্রমণে থাকছে প্রয়াগরাজ, বারাণসী এবং অযোধ্যা ভ্রমণের ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার আইআরটিসি পক্ষ থেকে গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার মনোজ কুমার সিং এই তথ্য দিয়েছেন।

ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে কলকাতা স্টেশন থেকে এবং বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ওঠা-নামার সুযোগ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, বর্ধমান, দুমকা, জসিডি, জামালপুর, কিউল, এবং পাটনা। যাত্রার প্যাকেজে স্লিপার ক্লাস এবং থ্রি-টায়ার এসি ক্লাসে আরামদায়ক যাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে। ভ্রমণের সময় প্রয়াগরাজ ও বারাণসীতে ট্রিপল শেয়ারিং ভিত্তিতে তাঁবু এবং গেস্টহাউসে থাকা এবং তীর্থস্থানগুলির দর্শনের ব্যবস্থা থাকবে।

এই ট্রেনে মানসম্পন্ন নিরামিষ খাদ্য পরিবেশনের পাশাপাশি থাকবে প্রশিক্ষিত ট্যুর এসকর্ট, গৃহপরিচারক, নিরস্ত্র নিরাপত্তা কর্মী, নজরদারি ক্যামেরা, পিএ সিস্টেম এবং ভ্রমণ বিমা পরিষেবা। এই প্যাকেজের খরচ স্লিপার ক্লাসের জন্য মাথাপিছু ১৯,১০০ টাকা এবং থ্রি-টায়ার এসি ক্লাসের জন্য ২৫,১০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

আইআরসিটিসি জানিয়েছে, তারা আগামী জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিমান ও রেল ট্যুর প্যাকেজও চালু করবে। এই যাত্রার বিষয়ে আরও তথ্য এবং বুকিংয়ের জন্য ভিজিট করতে পারেন ন্দ্রন্দ্রন্দ্রহ্ন্ত্বঙ্খত্বঙ্খদ্রঙ্ছন্দ্ব.ত্বদ্রদ্ব বা যোগাযোগ করতে পারেন ৮৫৯৫৯০৪০৭৪/৮৫৯৫৯০৪০৭৫ নম্বরে।

অনুপ্রবেশের দায়ে নদিয়ায় ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার

নদিয়া, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মানবপাচারের একটি চক্রের হদিশ পেল রানাঘাট জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে অভিযান চালায় রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের ধানতলা ও হাঁসখালি থানার পুলিশ। হাঁসখালির শীলবেড়িয়া থেকে ২ জন ও ধানতলার কুলগাছি থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করেন আধিকারিকরা। ধৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশি। এদের মধ্যে একজন নাবালক। হাঁসখালি থানা এলাকা থেকে পিন্টু শেখ ও এমডি ইমরান নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধানতলা থানার পুলিশ সাহেব শেখ ও এমডি মহবুল শেখ ও এক নাবালককে গ্রেফতার করে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ধানতলা ও হাঁসখালি এলাকার ভারতীয় দালালদের নাম জানা গিয়েছে। যারা ওপারে থাকা দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ থেকে এদেশে নাগরিকদের আনে। আবার এদেশ থেকে ওপারে মানবপাচারের সঙ্গেও যুক্ত। বৃহস্পতিবার ধানতলা থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল্টু হালদার এ খবর জানান।

বাঁকুড়ায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

বাঁকুড়া , ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাঁকুড়া ২ নং ব্লকের কেশিয়া নদাডিহিতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হল বৃস্পতিবার।উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হওয়ায় পার্শবর্তী প্রান্তিক গ্রাম গুলির বাসিন্দারা ভীষণ খুশি।এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমাইয়া খাতুন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মৌ হুয়া - মন্ডল, প্রাক্তন প্রধান সুদর্শন গোস্বামী সহ এলাকার অধিবাসীরা।। এতদিন এলাকার মানুষজনকে ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকু নিতে হলে বাঁকুড়া অথবা নামো আঁচুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হতো।

ডা: সুমাইয়া খাতুন বলেন, এখানে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকবে। প্রসূতি মহিলা, শিশুরা নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। বিশেষজ্ঞ কোনো চিকিৎসক নিয়মিত ভাবে না থাকলেও ফারমাসিস্ট নার্স সহ ৩ জন স্বাস্থ্য কর্মী থাকবেন। পাশাপাশি টেলি কনফারেন্সে ডাক্তারবাবুদের সাথে পরামর্শ করেও পরিষেবা মিলবে। এছাড়াও জরুরি ওষুধ এখানেই মিলবে।

কমলপুরে ১ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন চালের গোডাউনের উদ্বোধন করলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৫ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের অধীন বামনছড়া পঞ্চায়েতের নন্দ কিশোর পাড়ায় উদ্বোধন হল ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন নব নির্মিত চালের গোডাউন।

বৃহস্পতিবার কমলপুরের দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বামনছড়া পঞ্চায়েতের নন্দ কিশোর পাড়ায় ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে এবং ফিতা কেটে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত ১ হাজার ক্ষমতা সম্পন্ন চালের গোডাউন উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ দাস, কৃষি অধিকর্তা শরদিন্দু দাস প্রমুখ। বামনছড়া পঞ্চায়েতের নন্দ কিশোর পাড়ায় গোডাউন নির্মাণ প্রাক্কালে ভূমি দাতা নিবারন দেবনাথ কে অনুষ্ঠান মঞ্চে কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ ও বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

তাছাড়া, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বামনছড়া পঞ্চায়েতের ৫ জন কৃষককে বিনামূল্যে জলের পাম্প মেশিন প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী ভাষন দিতে গিয়ে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় কানি হিসাবে জমি আছে ৬০ লক্ষ ৬২ হাজার কানি। এরমধ্যে ১৫ লক্ষ কানি জমিতে ধান চাষ হয়। সেই হিসাবে জমির পরিমাণ কম। এরজন্য অল্প জমিতে অধিক ফসল কিভাবে করা যায় এর চিন্তা করতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে জমিতে ফসল করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী আপনাদের সাহায্য করছে। মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে চাল দিচ্ছে। এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। এখন দিচ্ছে কিন্তু, আজীবন দিবে না। এর জন্য আত্মনির্ভর হতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে। ধলাই জেলা খাদ্য উৎপাদনে অন্যান্য জেলা থেকে সামান্য পিছিয়ে আছে। ধান উৎপাদনে ধলাই জেলা ৪ মেট্রিক টন পিছিয়ে আছে। কৃষি স্বয়ংভর হলে দেশ স্বয়ংভর হবে।

শিরিষপুর ফায়ারিং রেঞ্জে দুই দিনের নিষেধাজ্ঞা

হাইলাকান্দি (অসম) ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দির অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত শিরিষপুর চা বাগানে অবস্থিত ফায়ার রেঞ্জে গুলি চালনা মহড়ার জন্য ৬ ও ৭ ডিসেম্বর ওই ফায়ারিং রেঞ্জের ৫০০ মিটার বরাবর চতুর্দিকের এলাকায় গবাদি পশু নিয়ে জনসাধারণের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। সিআরপিএফ বাহিনীর ১০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের গুলি চালনা মহড়ার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

হাতে আটক চোর

● প্রথম পাতার পর

গোমতী নদীতে ঝাঁপ দিলে তাকে নদী থেকে উদ্ধার করে উত্তেজিত জনতা। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এবিষয়ে শ্যামল ভদ্র বলেহ, তিনি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। অন্যান্য দিনের ন্যায় শ্যামল ভদ্র রাজমিস্ত্রি কাজে বের হয়েছিল। দুপুর ১:৩০ টার দিকে তার কাছে পাশের বাড়ির একজন তাকে ফোন করে জানান ঘরে চুরি হয়েছে। শ্যামল ভদ্র তড়ি ঘড়ি করে বাড়িতে গিয়ে দেখেন ঘরের দুটি দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ভিতর জিনিস পত্র লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। তার কাজের কিছু সরঞ্জাম চুরি করে চোর দল।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 12/6/2024, 1:15 AM

অঙ্গন

বিক্রম, মনি শংকরের অর্ধশত রান সত্ত্বেও শেষ ম্যাচে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ ম্যাচেও হারলো ত্রিপুরা। সৌরাষ্ট্রের কাছে চার উইকেটের ব্যবধানে। ক্ষীণ একটা আশা ছিল, টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক হবে। মূল পর্ব আগেই অধরা। এখন শেষ ম্যাচে জয়টাও অধরা রেখেই ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা ঘরমুখো টিকিট হাতে তুলে নিয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত সৈয়দ মুস্তাক আলী পুরুষদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বি গ্রুপের অন্তিম রাউন্ডের খেলায় সৌরাষ্ট্র ৪ উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরাকে হারিয়েছে। আশা ছিল ত্রিপুরা থেকে জয়ের ব্যবধান আরো বেশি রেখে গ্রুপ স্থানটা ধরে রাখতে পারবে। মূলতঃ বরোদা অংক কষে খেলে সিকিমের বিরুদ্ধে ২৬৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে তিন নম্বর স্থান থেকে একলাফে একেবারে এককভাবে শীর্ষে উঠে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাবটিও ছিনিয়ে নিয়েছে। ইমারেল্ড হাইটস ইন্টারন্যাশনাল গ্রাউন্ডে বেলা দেড়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার তিন বল বাকি থাকতেই ত্রিপুরা ১৩৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ধারাবাহিক ব্যাটিং সাফল্যে দলের স্কোর কিছুটা সমৃদ্ধ হয়। বিক্রম ৪৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করে। বেশ দায়িত্বের সঙ্গে মনিশঙ্কর মুরাসিং ৫১ রান সংগ্রহ করেছে ৩১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। সৌরাষ্ট্রের জাদেজা ১৯ রানে এবং চিরাগ জনি ২৪ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। উনাদকাত পেয়েছে দুটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সৌরাষ্ট্র ১৩.৩ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। প্রেরক মানকরের ৪৬ রান, রুচিত আহিরের অপরাজিত ৩৭ রানের পাশাপাশি গজ্জর সমরের ২৪ রান ও তারাঙ্গ গোহেলের ২১ রান দলকে সহজ জয় পেতে অনেকটা সাহায্য করেছে। রাজ্য দলের বোলার পারভেজ সুলতান ও অজয় সরকার দুটি করে এবং মনিশঙ্কর মুরাসিং ও সৌরভ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় গুজরাট ৪৮ রানের ব্যবধানে কর্ণাটককে এবং তামিলনাড়ু ৯৪ রানের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে।

বিলোনিয়ায় জেলাভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। দক্ষিণ জেলা এথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক এ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হলো বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়াম। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যাপীঠ মিনিষ্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক্সের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। সাথে ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, ভাই চেয়ারপার্সন শিখা নাথ, বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পার্থ চৌধুরী, অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।
এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তারা আলোচনা রাখতে গিয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্রদের খেলাধুলা অংশ গ্রহণ করার আহ্বান রেখে বলেন খেলাধুলা শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।
নেশার কড়াল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে আনার মাধ্যম হলো খেলাধুলা।আগামী দিন খেলাধুলা যুবক যুবতীদের আরো বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়ার কথাও আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেন উপস্থিত অতিথিরা। জেলাভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত অ্যাটলেটিক মিটে জেলা থেকে ৫০ জন খেলোয়ার বিভিন্ন ইভেন্টে যেমন লং জাম্প,হাই জাম্প,দৌড়, জেভলিন থ্রৌ, অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায় অ্যাটলেটিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন কারীদের মধ্যে থেকে যারা বিজয়ী তারা রাজ্য ভিত্তিক অ্যাটলেটিক মিটে অংশ গ্রহন করবে দক্ষিণ জেলা থেকে।

কোহলি এ বার ব্র্যাডম্যানের ৭৬ বছরের কীর্তির সামনে!

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টে সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড টপকে গিয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর সামনে এখন ডন ব্র্যাডম্যানের ৭৬ বছরের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে দিতেও পারেন তিনি।
পার্থ টেস্টে শতরান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোহলির দশম। সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৪৩তম ম্যাচে ১০ নম্বর শতরান করেছেন কোহলি। তিনি টপকে গিয়েছেন সচিন এবং জ্যাক হবসকে। সচিন শ্রীলঙ্কার মাটিতে ন'টি শতরান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার হবসও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে করেছিলেন ন'টি টেস্ট শতরান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিদেশি ক্রিকেটার হিসাবে সবচেয়ে বেশি শতরান করার নজির পার্থেই গড়েছেন কোহলি।
কোনও নির্দিষ্ট দেশের মাটিতে কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের সবচেয়ে বেশি শতরানের রেকর্ড রয়েছে ব্র্যাডম্যানের দখলে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে ১৯টি ম্যাচের ৩০টি ইনিংসে ১১টি শতরান করেছিলেন ব্র্যাডম্যান। গত ৭৬ বছর ধরে অক্ষত রয়েছে তাঁর এই কীর্তি। এ বারের বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে কোহলি আর একটি শতরান করতে পারলে ছুঁয়ে ফেলবেন ব্র্যাডম্যানের সেই রেকর্ড। আর দু'টি শতরান করতে পারলে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড কোহলি ভেঙে দেবেন ডনের দেশেই। ব্র্যাডম্যানের ১১টি শতরানই টেস্ট ক্রিকেটে। সে সময় এক দিনের ক্রিকেট শুরু হয়নি। এখনও পর্যন্ত কোহলি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৪টি টেস্ট খেলে সাতটি শতরান করেছেন। ১৮টি এক দিনের ম্যাচে করেছেন তিনটি শতরান। ১১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেললেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান নেই তাঁর। অর্থাৎ, টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট মিলিয়ে কোহলি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১০টি শতরান করেছেন।

শতরানের পর আবার শতরান, ১০ দলকে জবাব আইপিএল নিলামে অবিক্রিত উর্বিলের

ছ'দিনের ব্যবধানে দু'টি শতরান। সেটাও আবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। কিন্তু আইপিএলে তাঁর কোনও দল নেই। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে করা শতরানগুলি আর কিছু দিন আগে করলে হয়তো দল পেয়ে যেতেন উর্বিল পটেল। কিন্তু ভারতের দ্রুততম শতরানের মালিক এখন ফর্মে থাকলেও আইপিএলের কোনও দলে নেই। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে শতরান করেন উর্বিল। ১৩.১ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাত। এর আগে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে উর্বিলই প্রথম ক্রিকেটার যিনি ৪০ বলের কম খেলে দু'টি শতরান করেছেন।
উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৩ রানের লক্ষ্য ছিল গুজরাতের সামনে। ওপেনার উর্বিল ৪১ বলে ১১৫ রান করেন। তাঁর দাপটেই সহজে ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাত। তাঁর ৪১ বলের ইনিংসে রয়েছে ১১টি ছক্কা এবং আটটি চার। উত্তরাখণ্ডের বোলারদের দাঁড়াতেই দেননি উর্বিল।আগের ম্যাচে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ৩৫ বলে ১১৩ রান করেছিলেন উর্বিল। সেই ম্যাচে ১৫৬ রান তাড়া করছিল গুজরাত। ১২টি ছক্কা এবং সাতটি চার মারেন উর্বিল। ১০.২ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় গুজরাত। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্রুততম শতরানটি সেই ম্যাচে করেছিলেন উর্বিল। ভেঙে দিয়েছিলেন ঋষভ পন্থের রেকর্ড। যিনি আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছেন।

১০ বছরের অপেক্ষা সার্থক, রোহিতের সই পেলেন ভারতীয় সমর্থক

ক্যানবেরার মানুকা ওভালে রবিবার তৈরি হয়েই এসেছিলেন তিনি। অধিনায়কের নাম ধরে চিৎকার করলেন বেশ কয়েক বার। তার পরেই বার বার বলতে লাগলেন 'মুম্বই চা রাজা'। অবশেষে লক্ষ্য সফল। ১০ বছর অপেক্ষা করার পর রোহিত শর্মার সই পেলেন এক ভারতীয় সমর্থক। প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচের পর এই ঘটনা ঘটেছে।
ওই ভারতীয় সমর্থকের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক। ভারতীয় বোর্ড নিজেই সমর্থকের সই নেওয়ার ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। দেখা গিয়েছে, অধিনায়কের উদ্দেশে কাতর স্বরে সেই সমর্থক বলছেন, "রোহিত ভাই এ বার তো আমার দিকে দেখো। দশ বছর কেটে গিয়েছে। রোহিত ভাই-ই মুম্বইয়ের রাজা।"
ভারতীয় বোর্ড সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছে, "এক দশকের অপেক্ষা অবশেষে শেষ। রোহিতের সই পাওয়ার জন্য এক সমর্থক ১০ বছর অপেক্ষা করেছেন। গত কাল তিনি ভাগ্যবান হয়েছেন।"
সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে রোহিত সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলছেন।
কয়েক জনকে ব্যাট এবং জার্সিতে সই করে দিয়েছেন। তার মধ্যেই আলাদা করে ওই ভারতীয় সমর্থক নজর কেড়ে নিয়েছেন।
প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতীয় দল জিতেছে। সবচেয়ে বড় কথা, গোলাপি বলে প্রস্তুতিও সেরে ফেলেছে তারা। চার নম্বরে নেমে রোহিত নিজে অবশ্য ব্যর্থ হয়েছেন। মাত্র তিন রান করেছেন। দ্বিতীয় টেস্টে আবার অধিনায়কত্ব করবেন তিনি। তবে কত নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন তা নিয়েই আপাতত চর্চা চলছে।

আবার মেজাজ হারালেন রোহিত

অস্ট্রেলিয়ায় আবার মেজাজ হারালেন রোহিত শর্মা। এ বার তাঁর রোষের মুখে পড়লেন এক ভক্ত। ঘটনাটি রবিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি ম্যাচ শুরুর আগের। সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।
প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে পৌঁছেছিলেন রোহিত। মাঠে ঢোকার আগে তাঁকে ঘিরে ধরেন কয়েক জন ভারতীয় সমর্থক। তখন খোশমেজাজেই ছিলেন রোহিত। তাঁর কাছে ভক্তেরা কেউ সই দেওয়ার, কেউ ছবি তোলার আবদার করেন। হাসিমুখে তাঁদের আবদার মেটাচ্ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তখনই ঘটে বিপত্তি।
এক ভক্তের বাড়িয়ে দেওয়া খাতায় সই করছিলেন রোহিত। তখনই অন্য এক ভক্ত ছবি তোলার চেষ্টা করেন। রোহিতকে তাঁর মোবাইল ফোনের দিকে তাকানোর অনুরোধ করেন। তাতে বিরক্ত হন রোহিত।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে ৮ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দলের বিরতি আগামীকাল। জাতীয় পর্যায়ের খেলায় আগামীকাল মহিলা সিনিয়র এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ই গ্রুপে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হরিয়ানার চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম লাহিলে মেঘালয় খেলবে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে। সুলতানপুরে গুরগাঁও ক্রিকেট গ্রাউন্ডে চন্ডিগড় খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। সেওবাগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল গ্রাউন্ডে বেঙ্গল খেলবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে ৮ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা দল কিন্তু ৪ ডিসেম্বর প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে ৪ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। লাগাতর তিন দিন বিরতি পেয়ে পরবর্তী ম্যাচে রাজ্য দল ভালো খেলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ৪ ডিসেম্বর, বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলায় কর্ণাটক ৮ উইকেটের ব্যবধানে মেঘালয়কে, বাংলা আট উইকেটের ব্যবধানে পন্ডিচেরি কে এবং চন্ডিগড় চার উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছিল।

আজ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। আগামীকাল বিকেল তিনটায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও উদ্যোক্তারা প্রায় ২৪ ঘন্টা আগে শেষ তুলির টানও দিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ৭ ডিসেম্বর সম্পন্ন হবে। এ.ডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল বিকেল তিনটায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, বিধায়িকা মিনা রানী সরকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা মার্কফেড লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জয় সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষও উপস্থিত থাকবেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা কর্পোরেটর অলক রায় অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে এতে উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থার সম্পাদক এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে আজ ত্রিপুরার সামনে বিহার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জাতীয় অনূর্ধ ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামীকাল। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী প্রথম দিনেই মাঠে নামতে চলেছে ত্রিপুরা। উড়িষ্যার কটকে এম জিএম স্কুল অফ স্পোর্টস মাঠে আয়োজিত তিনদিনের ম্যাচে রাজ্য দল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে প্রতিপক্ষ বিহারের বিপক্ষে। তাই জয় দিয়ে লড়াইটা শুরু করার প্রত্যাশা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যের ক্রিকেটাররা সেরে নিল তাদের চূড়ান্ত অনুশীলন। লক্ষ্য একটাই প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয়ের তকমা নিয়ে অভিযান শুরু করা। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই রাজ্যের জুনিয়র দলের ক্রিকেটাররা বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত অনুশীলন সেরে নেয়।

বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আগামীকাল শুক্রবার। স্থানীয় বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী হলে এদিন দুপুর দুইটায় শুরু হবে এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ বছরে বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিভিন্ন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে পুরস্কৃত করা হবে।
এদিনের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিলোনিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে থাকবেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, জেলা পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে, কোষাধক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, বিলোনিয়া নগর পঞ্চায়েতের শিক্ষা বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অনুপম চক্রবর্তী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, গৌতম সরকার, বাবুল চন্দ্র দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণধন চক্রবর্তী।

আজ থেকে আনন্দে কোচবিহার ট্রফি-র ত্রিপুরা - মনিপুর ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন গুজরাটের আনন্দে। কোচবিহার ট্রফি তথা অনূর্ধ ১৯ পুরুষদের বিভাগে ক্রিকেটে প্লেট গ্রুপের খেলায় আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা ও মনিপুর পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। চার দিনের ম্যাচ। পঞ্চম রাউন্ডের খেলায় গ্রুপ লিগে অপর দুটি ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিম নাদিয়াদে, এবং মিজোরাম ও পন্ডিচেরি পুদুচেরিতে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, পন্ডিচেরি পরপর তিন ম্যাচে জিতে, একটি ড্র ম্যাচে লিড নিয়ে ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এদিকে চার ম্যাচ থেকে ২১ পয়েন্ট পেয়ে ত্রিপুরা রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে। মনিপুর রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে উনিশ পয়েন্ট পেয়ে। মনিপুর প্রথম তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে সিকিমকে ৮ উইকেটে, অরুণাচল প্রদেশকে ২৫৩ রানে এবং মিজোরামকে ১৫৭ রানে পরাজিত করেছিল। চতুর্থ ম্যাচে পন্ডিচড়ির সঙ্গে খেলাটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকে এক পয়েন্ট পেয়েছে। ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে পন্ডিচেরি"র কাছে ২৪৬ রানে পরাজিত হলেও পরবর্তী তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে মিজোরাম, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশকে ইনিংস সহ পরাজিত করেছে।

হারল আল নাসের, গ্যালারিতে বসে দলের পরাজয় দেখলেন রোনাল্ডো

স্টেডিয়ামে থাকলেও মাঠে ছিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ৩৯ বছর বয়সেও তাঁর গুরুত্ব কতটা তা টের পেল আল নাসের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল সাদের কাছে ১-২ গোলে হারল তারা। রোনাল্ডো থাকলে হয়তো ছবিটা অন্য হত। গ্যালারিতে বসে দলের পরাজয় দেখলেন রোনাল্ডো।
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় ওঠার লক্ষ্যে নেমেছিল আল সাদ। আল নাসের আগেই প্লে-অফে চলে যাওয়ায় এই ম্যাচে রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ফলে গ্যালারিতে বসেই খেলা দেখেন তিনি। গোটা ম্যাচে দাপট দেখায় আল নাসের। বলের দখল বেশি ছিল তাদের। গোল লক্ষ্য করে শটও বেশি মারেন সাদিয়ো মানেরা। তার পরেও তাদের হারতে হল। ফুটবলে গোলই যে আসল কথা সেটা আরও এক বার দেখা গেল।
প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটের মাথায় আল সাদকে এগিয়ে দেন আক্রম আফিফ।
নভেম্বর মাসে এশিয়ার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগাতে ভোলেননি তিনি। ৮০ মিনিটের মাথায় আল নাসের সমতা ফেরায় রোমান সাইসের আত্মঘাতী গোলে। দেখে মনে হচ্ছিল খেলা ড্র হবে। কিন্তু সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি পায় আল সাদ। অ্যাডাম ওউনাস গোল করতে ভুল করেননি।
২০১১ সালে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল আল সাদ। এ বারও তারা প্লে-অফে। দু'টি গ্রুপ থেকে আটটি করে মোট ১৬টি দল প্লে-অফ খেলবে। প্রতিটি গ্রুপে ১২টি করে দল রয়েছে। গ্রুপে চতুর্থ স্থানে রয়েছে আল সাদ। তার ঠিক উপরেই তৃতীয় স্থানে রোনাল্ডোর আল নাসের।

চোট-আতঙ্ক অসি শিবিরে

চোটের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে দিন-রাতের টেস্টে জশ হেজলউডকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। তার মাঝেই অস্ট্রেলিয়া শিবিরে আবার চোট-আতঙ্ক। অনুশীলনের সময় সতীর্থের ছোড়া বলে আঙুলে চোট লেগেছে স্টিভ স্মিথের। মাঝপথেই অনুশীলন ছেড়েছেন অসি ব্যাটার। আর ব্যাট করতে দেখা যায়নি তাঁকে।
অনুশীলনে স্মিথকে থ্রো-ডাউন দিচ্ছিলেন মার্নাশ লাবুশেন। তাঁরই ছোড়া একটি বল পিচে পড়ে অতিরিক্ত লাফিয়ে ওঠে। সামলাতে পারেননি স্মিথ। বল তাঁর গ্লাভসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আঙুল নাড়াচ্ছেন স্মিথ। বোঝা যায়, আঙুলে লেগেছে তাঁর। ফিজিয়োর কাছে যান স্মিথ। তাঁকে গিয়ে আঙুল দেখান।তার পরেই দেখা যায় উঠে যাচ্ছেন তিনি। আর অনুশীলন করেননি স্মিথ। তাঁর চোট কতটা গুরুতর সে বিষয়ে অবশ্য এখনও কিছু জানায়নি অস্ট্রেলিয়া।
পার্থে প্রথম টেস্টে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে হার দিয়ে সিরিজ শুরু করতে হয়েছে তাদের। সেখানে প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে ফিরলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল ব্যাট করছিলেন স্মিথ। যদিও বেশি রান করতে পারেননি তিনি। তবে স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভরসা। তাই অ্যাডিলেডে তাঁকে না পেলে আরও সমস্যায় পড়বে অস্ট্রেলিয়া। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া এখনও পর্যন্ত একটিও দিন-রাতের টেস্ট হারেনি। গত বার এই অ্যাডিলেডেই দিন-রাতের টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে ৩৬ রানে অল আউট করে দিয়েছিল তারা। যদিও শেষ পর্যন্ত সিরিজ হারতে হয়েছিল। এ বার শুরুতেই হারের ধাক্কা খেয়েছে তারা। অ্যাডিলেডে যদি অস্ট্রেলিয়া জিততে না পারে তা হলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে আরও পিছিয়ে পড়বে তারা। টেস্ট জিততে স্মিথকে দরকার অস্ট্রেলিয়ার। এখন দেখার শুক্রবার তিনি খেলতে পারেন কি না।

লজ্জা এড়াতে মরিয়া সিরাজ

গত বার অস্ট্রেলিয়া সফরে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। সেই লজ্জা এখনও বয়ে বেড়াতে হয় তাদের। এ বার অ্যাডিলেড টেস্টে যাতে সে রকম কিছু না হয়, তা নিশ্চিত করতে চান মহম্মদ সিরাজ। গোলাপি বলে বল করার রহস্যও জেনে ফেলেছেন তিনি।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের পর সিরাজ বলেছেন, "গোলাপি বলে ব্যাক অফ দ্য লেংথ বল করাই সঠিক বলে আমার মনে হয়। কারণ বল পিচে পড়ার পর খুব বেশি সুইং পাওয়া যায় না। তাই সেলাই কাজে লাগিয়ে যত বেশি পিচে ঠুকে বল করা যায় তত ভাল।"
সিরাজের সংযোজন, "আমি শুনেছি আলোর নীচে গোলাপি বল ভাল সুইং করে। তবে রাতের আলোয় আমি গোলাপি বলে বল করিনি। অ্যাডিলেডে গিয়ে অনুশীলন করার সময় সেটা করার চেষ্টা করব। যত বেশি অনুশীলন করব তত এই বলে বোলিং করার কৌশল জানতে পারব।"
সাফল্যের জন্য যশপ্রীত বুমরাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সিরাজ। ফর্মে ফেরানোর জন্য বুমরার সাহায্য নিয়েছেন। পার্থ টেস্টে ৭১ রানে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন সিরাজ। তাঁর কথায়, "সব সময় জস্সি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। প্রথম ম্যাচের আগে নিজের ফর্ম নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও আমাকে একটাই কথা বলেছিল উইকেটের পিছনে ছুটো না। স্রেফ একটা জায়গায় বল করে যাও। নিজের বোলিং উপভোগ করো। উইকেট না পেলে আমাকে এসে বোলো। আমি নিজের বোলিং উপভোগ করেছি এবং উইকেটও পেয়েছি।"

আনোয়ার বিতর্কে স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

দলবদলের নিয়মে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে ফিফা। শনিবার ফিফা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে। ফলে আনোয়ার আলির সই বিতর্কে আপাতত স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। সমাজমাধ্যমে সেই দাবি করেছেন দিল্লি এফসি-র এক কর্তা। ফিফার বিবৃতি অনুযায়ী, দলবদল সংক্রান্ত যে সমস্ত মামলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফেডারেশনে এই মুহূর্তে বিচারাধীন, সেগুলির উপরে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণায় আনোয়ার-কে নিয়ে স্বস্তির হাওয়া ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। ফিফার নতুন নিয়ম কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্টেটাস কমিটি একক ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

রাজ্যে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: রাজ্যে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই এই লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আজ ধলাই জেলার সালেমায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ সূচনার পাশাপাশি এদিন সালেমা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিশ্ব মাটি দিবস উদযাপন ও কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষকরা মাটির উর্বরতা বাড়াতে সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়াও কৃষকরা বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে অভ্যস্ত হলে রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত দেখা দেবে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী সময়মতো বীজ রূপনের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কৃষকদের কল্যাণে সরকার সবসময় পাশে থাকবে।

কৃষি স্বর্ণ সমৃদ্ধি সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে সালেমা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক চাষাবাদের উপর কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তাছাড়াও কৃষি বিশেষজ্ঞগণ কৃষকদের উন্নয়নে কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের মধ্যে ৫০ মেট্রিকটন আলুবীজ, জৈবসার, কিটনাশক ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সালেমা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকাশনার উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, বিধায়ক পল দাংশু, নয়াদিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সদস্য প্রদীপ বরণ রায়, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস প্রমুখ।

লংতরাইভ্যালীস্থিত ভারতরত্ন ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৫ ডিসেম্বর: 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' স্লোগানকে সামনে রেখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে লংতরাইভ্যালীস্থিত ভারতরত্ন ক্লাব। লংতরাইভ্যালী মহকুমার শিববাড়ি বাজারে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ এলাকাবাসীদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনু-ছৈলেংটা আসনের এমডিসি সঞ্জয় দাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন মানুষের জীবনে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বৃহস্পতিবার মুম্বাইতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও এমডি মুকেশ আম্বানি এবং অনন্ত আম্বানির সাথে দেখা করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। তিনি ত্রিপুরায় বিভিন্ন সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁদের ত্রিপুরার বৃদ্ধির গল্পে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কারণ, এই রাজ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যা রাজ্য এবং জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বড়জলা বিধানসভার চানমারি কারগিলটিলা এলাকায় ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেন বিধায়ক সুদীপ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: বড়জলা বিধানসভা এলাকার চানমারি কারগিলটিলা এলাকায় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। বিধায়ক সুদীপ সরকার এ বিষয় নিয়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আজ এক বৈঠকে মিলিত হন। চানমারি কারগিলটিলা এলাকায় জনগণ নিয়ে এক উঠান সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ। এলাকার রাস্তা ও ড্রেনের জন্য ৯ লক্ষ ২১ হাজার ৩০০ টাকা বরাদ্দ হয়। উপস্থিত ছিলেন বড়জলার বিধায়ক সুদীপ সরকার ও প্রাক্তন কাউন্সিলর কৃষ্ণা মজুমদার ও অন্যান্যরা। বিধায়ক সুদীপ সরকার রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় যেসব রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে সে গুলির গুণগত মান ততটা ভালো হচ্ছে না। সেজন্যই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় যে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ হবে তার গুণগতমান যাতে ভালো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য স্থানীয় জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক।

বন্য দাঁতাল হাতি লোকালয়ে আতঙ্ক দক্ষিণ ঘিলা সহ কৃষ্ণপুরে

কল্যাণপুর, ৫ ডিসেম্বর : তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর, বাগবের, দক্ষিণ ঘিলাতলি , উত্তর মহারানীপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বন্য দাতাল হাতির তাণ্ডব নতুন কোন ঘটনা না। তবে প্রতিনিয়ত সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন প্রকারের পদক্ষেপের পরেও এভাবে জনজীবনের ওপর হাতির তাণ্ডব নিশ্চিতভাবে ক্রমান্বয়ে আতঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে। এবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই আজ কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ছনখলা এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে বন্য দাতাল হাতি প্রবেশ করে। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকার মানুষ জনেরা দৌড়ঝাপ শুরু করেন এবং যে যার মত করে ছুটতে থাকেন। একটা সময় সাধারণ মানুষরা নিজেদের মত করে প্রতিরোধ গড়ে তুললে বন্য দাতাল হাতিটি ছনখলা এলাকার সীমা অতিক্রম করে কৃষ্ণপুরের উতলাবাড়ি এলাকাতে প্রবেশ করে তাণ্ডব লীলা শুরু করে এবং জনৈক ব্যক্তির মাটির কোঠা ঘর রীতিমতো ভূপাতিত করে দেয়। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বন দপ্তরের কর্মীরা এবং বন মিত্রদের একটা বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং এলাকাবাসী সহ সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুললে একটা সময়ে হাতিটি জঙ্গলের দিকে গা ঢাকা দেয়।

এদিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন স্তরের কৃষক সহ স্থানীয়দের বক্তব্য হচ্ছে যেভাবে কিছুদিন পরপর হাতি বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করে কৃষি জাতীয় ফসল নষ্ট করছে কিংবা বাড়ি ঘরের উপর আক্রমণ সংঘটিত করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা এলাকার আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা দারুন ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। হাতির সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকার পরিকল্পনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, এই দাবি আজ আরো একবার সম্মিলিত ভাবেই উঠল।

বহিরাজ্যের অপহৃত গৃহবধূকে উদ্ধার করতে অসহযোগী পুলিশ থানা ঘেরাও করার হুশিয়ারি রাজনগর সামাজিক সংস্থার

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর : অপহৃত গৃহবধূকে উদ্ধার করতে পুলিশ সহযোগিতা না করলে ডিজিপি অফিস ঘেরাও করার হুশিয়ারি দিলেন রাজনগর সামাজিক সংস্থার সদস্যরা।

শিলচর থেকে অপহরণ করে এক গৃহবধূকে আগরতলায় আটকে রাখার অভিযোগ উঠছে স্পা সেন্টারের মালিক জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে। গৃহবধূর পরিবার শিলচর থেকে ছুটে আসে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনগর সামাজিক সংস্থার দ্বারস্থ হয় তারা। সংস্থার সদস্যরা ওই পরিবারকে নিয়ে পশ্চিম মহিলা থানায় আসে মেয়েটিকে উদ্ধার করার আবেদন নিয়ে।

প্রসঙ্গত, অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজনগর এলাকার স্পা সেন্টারের মালিক জেসমিন আক্তারকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাজনগর, জয়পুর, দক্ষিণ জয়নগর এই তিন গ্রামের লোক মিলে সালিসি সভা করে জেসমিনের বাড়িতে হানা দেয়। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় নেশা সামগ্রী সহ বহিরাগত ৩ যুবক ও ১ মহিলাকে। জেসমিনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে লিখিত কোনো অভিযোগ না থাকায় পুলিশ জেসমিনকে সেদিন রাতেই ছেড়ে দেয়।

থানা থেকে বাড়ি ফিরে জেসমিন পুনরায় বহিরাগত সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে এলাকার মহিলাদের গালাগাল শুরু করে দেয়। পরবর্তী সময়ে রাজনগর সামাজিক সংস্থা সদর এসডিপিও-র নিকট জেসমিন আক্তারকে এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আইনি সহযোগিতা চেয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে।

এদিকে সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শিলচর থেকে ছুটে আসে অপহৃত গৃহবধূ পরিবার। কিন্তু নিজের মেয়েকে উদ্ধারে পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে তারা রাজনগর সামাজিক সংস্থার কাছে ছুটে যায়। ক্লাবের সদস্যরা আজ মহিলা থানায় গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানায়। পুলিশ সহযোগিতা না করলে আগামীদিনে ডিজিপি অফিস ঘেরাও করার হুশিয়ারি দেয় সংস্থার সদস্যরা।

খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অভিনয় এবং লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ ডিসেম্বর: খোয়াই জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ দুপুর ১২ টায় অভিনয় এবং লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার (রুল প্লে এন্ড ফোক ড্যান্স কম্পিটিশন) আয়োজন করা হয়। খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ত্রিপুরী জনজাতিদের হজাগিরি নৃত্যের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। খোয়াই জেলার মোট ১৪ টি বিদ্যালয় এই লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অর্থাৎ ফোকডান্স কম্পিটিশনে যোগদান করে। উল্লেখ্য লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে মোট দশটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং এর মধ্যে চারটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রোল প্লে অর্থাৎ অভিনয় দক্ষতা প্রকাশের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে বলে জানান প্রতিযোগিতার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম ভট্টাচার্য। তিনি সময়ের স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য আয়োজক দপ্তরের সীমাবদ্ধতার কারণ হিসাবে তুলে ধরেন। আজকের অনুষ্ঠানে যারা বিজয়ী হবে তাদের নাম জেলা শিক্ষা দপ্তরের কার্যালয় থেকে থেকে রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হবে। রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হবে দুইটি ড্যান্সের যেমন রোলপ্লে এবং ফোক ডান্স, জাতীয় স্তরে তাদেরকে পাঠানো হবে বলে জানান আজকের ডান্স কম্পিটিশনের পরিচালন কমিটির প্রীতম ভট্টাচার্য, আজকের অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন গোপ অভিপ্রসাদ চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য, এই ডান্স কম্পিটিশন সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসহ উদ্দীপনা দেখা দেয়।

দেবু দত্ত: বার্ষিক হৃদয়-মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। এক দুই তিন করে শান্তিনিকেতন খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির এবছর চারে পা। আগামী ৭ এবং ৮ ডিসেম্বর সমিতির আন্তর্জাতিক বার্ষিক "হৃদয়-মিলন" উৎসব।দেশ বিদেশের প্রতিনিধিরা আসছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে ভালোবেসে। দু"দিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা থেকেও সমিতির সদস্য ও বিশিষ্ট জনেরা অংশগ্রহন করছে। রাজ্যের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী শ্রী অমর ঘোষ, শ্রীমতি পুষ্পিতা চক্রবর্তী ও শ্রীমতি স্বর্ণিমা রায় বাচিকে ডঃ দেবব্রত দেবরায়, মুজাহিদ রহমান এছাড়াও বিশিষ্ট কবি শিল্পী সাহিত্যিক মিলে ২৬ জন অংশ গ্রহণ করছে এই 'হৃদয়-মিলন' উৎসবে।

প্রকৃত সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে কবিগুরুর সাধনা স্থল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ভবনে অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে! সাহিত্য আলোচনা, সংগীত,নৃত্য, আবৃত্তি ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ থাকছে বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্গদা এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য ও বিশিষ্ট বাউলশিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের শীত বস্ত্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিবছরের মত এবারও বিশিষ্ট লেখকদের দ্বারা সমৃদ্ধ সমিতির মুখপত্র "উপকথা" প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতি -র সহ সম্পাদক সঞ্চিতা রাহা(পাল)।

সরস মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে বিধায়িকা মিনা রানী সরকার

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ সরস মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ মেলার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম জেলা শাসক কনফারেন্স হলে বিধায়িকা মিনা রানী সরকারের উপস্থিতিতে এই প্রস্তুতি বৈঠক আয়োজিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সরস মেলা। ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ অবধি এই মেলা উদযাপন হবে।

এদিকে, পশ্চিম জেলা শাসক কনফারেন্স হলে এক বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ জেলাশাসক ও বিধায়িকা মিনা রানী সরকারের উপস্থিতিতে মেলার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৈঠকে মেলার পরিচালনা পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়িকা মিনা রানি সরকার।

বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএসএনএল নেটওয়ার্কের তার কেটে টুকরো টুকরো, পরিষেবা বিঘ্ন

বক্সনগর প্রতিনিধি, ৫ ডিসেম্বর : কিছুদিন পর পর বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএসএনএল নেটওয়ার্কের তার কেটে টুকরো করে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিএসএনএল এর ভেন্ডর পারসন বিকাশ ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট ছাড়া জীবন যেন ছন্নছাড়া। তেমনি সরকারি কিংবা বেসরকারি সকল কাজেই অনলাইন সংযোগ প্রয়োজন।

এদিকে, কিছুদিন পরপর বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএসএনএল ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের তার রাতের অন্ধকারে কেটে টুকরো করে দেয় দুষ্কৃতীরা। এতে হাসপাতালের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হাসপাতালে রোগীদের বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। রোগীদের বার্থ সার্টিফিকেট, হেলথ কার্ড, স্বাস্থ্য বীমা কার্ডের পরিষেবা পর্যন্ত এই কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বিএসএনএল কর্মীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে কলমচৌড়া থানা প্রশাসনকে অবগত করা হলেও এই সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি। পুলিশ প্রশাসন তদন্তে ঢিলে ঢালা কাজ করছেন বলেও অভিযোগ উঠছে। এতে কেবল কাটিং সন্ত্রাসীরা রাতের আঁধারে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিএসএনএল ভেন্ডর পারসন আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। তাই এই সমস্যার সমাধান পেতে বিএসএনএল ভেন্ডর পারসন বিকাশ ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, কিছু দিন পর পর এভাবে তার কেটে নেওয়ার ফলে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতির হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে হাসপাতালের কাজেও বিঘ্ন ঘটবে। তাই সরকার যেন এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, এই অনুরোধ জানান তিনি।

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে অরুন্ধতীনগর কৃষি কেন্দ্রে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে আগরতলার অরুন্ধতীনগর কৃষি কেন্দ্রে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আগরতলার অরুন্ধতীনগর কৃষি কেন্দ্রে মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি বলাই গোস্বামী সহ কৃষি বিভাগের আধিকারিক সহ বিভিন্ন জেলার কৃষকরা। এদিন মৃত্তিকা দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী বলেন, মাটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা নানাভাবে মাটির অপব্যবহার করে থাকি। কৃষি ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করার ফলেও মাটির বিনাশ ঘটে। তাছাড়া প্রাকৃতিক নানা কারণেও মাটির ক্ষয় সাধিত হয়। মাটিকে সুরক্ষিত রাখা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলে এদিন উল্লেখ করেন পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি।

প্রয়াত হলেন সিপিআইএম কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক মিন্টু চন্দ্র দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৫ ডিসেম্বর: প্রয়াত হলেন সিপিআইএম কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক মিন্টু চন্দ্র দাস। প্রয়াতের মরদেহ নিয়ে শহরে দলীয় পতাকা হাতে শোক মিছিলে হাঁটলেন অসংখ্য নেতাকর্মী। শোকের ছায়া কুমারঘাট সহ রাজ্যের বাম নেতাকর্মী এবং স্থানীয়দের মধ্যে। জীবন যুদ্ধে হার মানলেন ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট দারচৈ রোড এলাকার বাসিন্দা তথা প্রবীন সিপিআইএম কর্মী ও দলের কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদক মিন্টু চন্দ্র দাস। বেশ কিছুদিন ধরেই কিডনি জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চলছিলো চিকিৎসা। এরই মাঝে সম্প্রতি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরন শুরু হয় তার। তরিঘড়ি তাকে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে কুমারঘাট এবং পরে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে। সেখানে দুদিন আগে তার সফল অস্ত্রপচারও করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু হটাৎই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার সকালে জিবিপি হাসপাতালেই ৫৮ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ী দেন বাম নেতা মিন্টু চন্দ্র দাস। পরে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কুমারঘাটে।

বাম নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার বাড়ীতে ছুটে যান দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ স্থানীয় বাম নেতৃত্ব ও প্রয়াতের গুনমুগ্ধরা। এদিন তার মরদেহ নিয়ে ৫৮ টি অর্ধনমিত দলীয় পতাকা হাতে শহরে শোক মিছিল করে দলীয় নেতাকর্মীরা। এদিন প্রয়াত নেতাকে শেষ দেখা দেখতে রাস্তার পাশে ভীড় জমান অসংখ্য মানুষ। স্থানে স্থানে তাকে ফুলেল শ্রদ্ধায় শেষ বিদায় জানান তার শোভাকাঙ্খীরা। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বাম নেতা রতন ভৌমিক জানান, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বাঁধা টপকে দলকে সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই প্রয়াত নেতা। তার নেতৃত্বে কুমারঘাট এলাকায় শক্তি সঞ্চার করছিলো দল। তার মৃত্যু দলের জন্য অপূরনীয় ক্ষতি বলে জানালেন রতন ভৌমিক। প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন প্রয়াতের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় দলের কুমারঘাট মহকুমা অফিসে। সেখানে তাকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেতাকর্মীরা। পরে তার মরদেহ দারচৈ স্থিত নিজ বাড়ীতে নিয়েগেলে কান্নার রোল পরে বাড়ীতে। সেখানে প্রয়াতকে শেষ দেখা দেখতে কাতারে কাতারে ভীড় জমান তার শোভানুধ্যায়ী সহ দলীয় নেতাকর্মীরা। বাড়ীতে গিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শাসক দলের নেতাকর্মীরাও।

উল্লেখ্য ১৯৯০ ইংরেজীতে সিপিআইএম দলে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করেন মিন্টু চন্দ্র দাস। ইতিপূর্বে দলের বিভিন্ন পদ সামলেছেন তিনি। ২০২১ সালে তাকে কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব দেয় দল। তখন থেকেই মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সামলে ছিলেন মহকুমা সম্পাদকের দায়িত্ব। মৃত্যুকালে তিনি রেখেগেছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, দুই পুত্র, এক পুত্রবধু সহ অসংখ্য গুনমুগ্ধদের। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 12/6/2024, 1:15 AM